শক ট্রিটমেন্ট

জেমস হেডলি চেজ

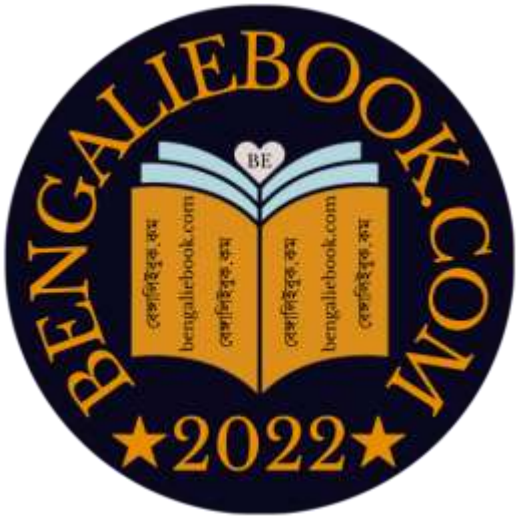

সূচিপত্র

পেঁচার ছায়া 2
খুনের চিন্তা 19
হত্যার নিপুণ শিল্প 36
সামনে দীর্ঘ সময় 52
মৃত্যুটা ইনসিওর করা ছিল 72
অনুতাপ 83
সন্দেহ 95
বিচার শেষ 108
তবুও সংশয় 120

পেঁচার ছায়া

ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলেশ্লীন ক্যাম্প রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো পড়ে আছে। গ্রীষ্মের অবকাশে অনেক লেখক বা শিল্পী বা পেনশন ভোগী এখানে বিশ্রামের জন্য আসতো। এই জায়গাটা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে খুব দূরে নয়।

আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি তা বোধহয় গীন ক্যাম্প ছাড়া অন্য কোনো শহরে ঘটতেই পারতো না। এখানে আমি একটা সুন্দর বাড়ি ভাড়া করে ছিলাম, কেননা এখানেই আমি আমার রেডিও আর টেলিভিশন বিক্রির কারবার ফেঁদেছিলাম। গ্রীন ক্যাম্প থেকে আমার বাড়িটা মাইল চারেক দূরে সপ্তাহে একবার আমি শহর থেকে মশলাপাতি কিনে আনতাম। এছাড়া যেতাম শেরিফ জেফারসনের অফিসে গল্প করতে।

এই জেফারসন সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া ভালো কেননা এই গল্পে তার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। লোকে বলে তার বয়স নাকি আশির ওপরে হবে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে বেশির ভাগ সময়ই তিনি গ্লীন ক্যাম্পের শেরিফ। স্ট্যাচু অব লিবার্টি ছাড়া যেমন নিউইয়র্কের কোনো অর্থ হয় না, তেমনি শেরিফ জেফারসন ছাড়া গ্লীন ক্যাম্পের কথা চিন্তাই করা যায় না।

ইনি ছাড়া আর যার কথা বলা প্রয়োজন তিনি হলেন ডাঃ ম্যালার্ড।

যতদিন ধরে জেফারসন প্রশাসন চালাচ্ছেন ততদিন ধরেই ডাক্তার হলেন তিনিই। তাকে প্রায় কিছুই করতে হতো না। কেউ যদি খুব অসুস্থ হয়ে পড়তো বা কারো হয়তো বাচ্চা

হবে তাহলে তাকে আশি মাইল দূরে লস এঞ্জেলস্ স্টেট হসপিটালে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ডাঃ ম্যালার্ড জেফারসনের সঙ্গে বেশির ভাগ সময় কাটাতেন।

তখন গ্রীষ্মকাল, আমি একদিন শহরে একটা টি. ভি. সেট আনতে গিয়েছি। সেন্টাল গাড়িতে তুলে আমার অভ্যাস মতো জেফারসনের অফিসে গল্প করতে ঢুকলাম।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর আমি বললাম, আমিব্লু-জয় লেকের দিকে যাবে, আবার এদিকে এলে দেখা করবো।

জেফারসন বললেন, যদি ওদিকেই যাও তবে একজন নতুন খদ্দের পাওয়ার আশা আছে। মিঃ উইলিয়ামসের বাড়িতে নতুন এক ভদ্রলোক এসেছেন–স্বামী-স্ত্রী। স্বামীটি প, চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে থাকতে হয় তাকে। আমার মনে হয় উনি হয়তো টি. ভি. সেট নিতে চাইবেন।

আমি তাঁর কাছ থেকে নামটা জেনে নিলাম–মিঃ ডেলানি, বাড়ি ফেরার পথে একবার ঘুরে যাবো ভাবলাম। আমার মনে হলো যাকে চেয়ারে বসে ঘুরে বেড়াতে হয়, তিনি একটা টি. ভি. সেট নিতেই পারেন। আমার এক খদ্দেরের বাড়িতে রেডিওটা চালু করে দিয়ে আমি ব্লু-জয় কেবিনের দিকে গাড়ি চালালাম।

জায়গাটা ছোট্ট হলেও খুবই সুন্দর, বেশ আরামের। বছর দুয়েক আগে আমি এখানে এসেছিলাম। এখান থেকে চারিদিকে মনোরম পাহাড় দেখা যায়, নীচে উপত্যকা আর সমুদ্র।

ওপরে একটা গেট। গাড়ি থেকে নেমে গেটটা খুললাম, সুন্দর একটা রাস্তা বাড়ি পর্যন্ত চলে। গিয়েছে। সিঁড়ির পাশে একটা বড়োসড, ঝকমকে বুইক ওয়াগন, সেটার পিছনেই আমি গাড়ি দাঁড় করালাম।

বারান্দায় একজন ভদ্রলোক। চাকাওয়ালা একটা চেয়ারে বসে আছেন। মুখে সিগার, কোলের ওপরে একটা ম্যাগাজিন খোলা রয়েছে। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, চোখের চাহনিটা বিতৃষ্ণায় ভরা।

গাড়ি থেকে নেমে আমি বারান্দায় উঠলাম।

মিঃ ডেলানি?

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমি শুনলাম আপনি সবে এসেছেন। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, মনে হলো আপনার জন্য একটা রেডিও বা টি. ভি. সেট দিতে পারি আমি।

তিনি আমার কথা শুনে বললেন, এই সব পাহাড়ের মধ্যে কোনো ভালো রিসেপশন পাওয়া অসম্ভব।

আমি তাকে জানালাম যে ভালো এরিয়েল লাগালে সুন্দর রিসেপশনই পাওয়া যাবে। প্রমাণ দেবার জন্য আমি গাড়ি থেকে একটা ছোট টি. ভি. সেট নিয়ে এসে টেবিলের

ওপরে রাখলাম। তারপর একটা বিশেষ ধরনের এরিয়েল খাটিয়ে দিলাম। মিনিট সাতেকের মধ্যেই পর্দায় একটা পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠলো।

ম্যাগাজিনটা রেখে দিয়ে মিঃ ডেলানি ব্যাপারটা দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, রিসেপশনটা কেমন?

ডেলানি বললেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দারুণ হয়েছে। কত দাম পড়বে?

আমি দামটা বললাম।

আপনার নামটা কি?

আমি বললাম, টেরি রেগান। এখানকার টি. ভি., রেডিও সমস্তই আমি দেখি। আমি তাকে বললাম যে, আমি একটা বিশেষ ধরণের সেটই দিতে পারি। এতে একটা পঁচিশ ইঞ্চি পর্দা থাকবে, থাকবে একটা এফ. এম. রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার আর একটা টেপ রেকর্ডার।

এছাড়া একটা স্পীকার আমি আলাদা ভাবেই দেবো।

কি করে বুঝবো যে এটা কাজের হবে?

আমার কথায় বিশ্বাস করতে বলছি না। আমি এরকম একটা মিঃ হামিশকে করে দিয়েছি। উনি একজন লেখক, এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে থাকেন। তাকে টেলিফোন করলেই জানতে পারবেন সব কিছু।

ঠিক আছে আমি আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। কত দাম পড়বে?

আপনি যে রকম ক্যাবিনেট চান, তার ওপর নির্ভর করবে। তবে পনেরোশো ডলারের একটা ভালো জিনিষ আমি বানিয়ে দিতে পারি।

কথাটা শেষ হতে না হতে পিছন দিকে একটা শব্দ হলো–কোনো কারণ ছিল না, তবু আমার শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি চুলের গোড়া পর্যন্ত ছুঁয়ে গেল।

.

গিল্ডা ডেলানিকে প্রথম দেখার কথাটা বোধ হয় আমি কখনও ভুলতে পারবো না।

মাঝামাঝি ধরনের লম্বা, সোনালী রঙ, কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে চকচকে চুলের রাশি। চোখ দুটো বড় বড়, গভীর নীল, যেন ফরগেট মিনট ফুল। মেয়েটার পরনে একটা কাউবয় সার্ট আর নীলরঙের চাপা প্যান্ট। চেহারাটা তাকিয়ে দেখার মতোই।

ডেলানি ওর দিকে তাকিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন–আমার স্ত্রী।

এঁর নাম মিঃ রেগান। উনি এই অঞ্চলে রেডিও আর টি. ভি. সেটের কারবার করেন। আমাকে একটা টি. ভি. সেট বিক্রি করতে চাইছেন।

তুমি তো তাই চাইছিলে, আর টি. ভি. থাকলে তোমার ভালোই লাগবে। মেয়েটি বললো।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলো তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে হেঁটে চোখের বাইরে চলে গেল।

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এর আগে আমি যত মেয়ে দেখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি করে ওকে কামনা করতে লাগলাম।

ডেলানি বললেন, ঠিক আছে আপনি সেটটা তৈরী করুন। পছন্দ হলে কিনবো।

ঠিক আছে, আমি বললাম, আমি বানিয়ে দেবো। হপ্তা দুয়েক লাগবে। ইতিমধ্যে এই সেটটা আপনি রেখে দিতে পারেন। আমি এটা এমনিই রেখে যাচ্ছি। আপনার একটা পাকাপাকি এরিয়েল লাগবে। কালকে এসে সেটা লাগিয়ে দেবো।

তাই আসুন। আমি তো সবসময়েই আছি।

আমি আর দেরী না করে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এলাম। সারাটি পথ মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে এলাম। রাত্রেও মেয়েটির চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারলাম না।

পরের দিন বিকেলের দিকে আমি ব্লু-জয় কেবিনে গেলাম। মিঃ ডেলানি বারান্দায় বসে একমনে টেলিভিশন দেখছিলেন। আমি গাড়ি থেকে নামার সময় উনি আমাকে ভালো করে লক্ষ্যই করলেন না।

এরিয়েলটা, খানিকটা তার আর যন্ত্রের বাক্সটা নিয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম।

ভেতরে যান, উনি হাত নেড়ে বোঝালেন, আমার স্ত্রীকে বা চাকরটাকে পেয়ে যাবেন।

ভেতরের ঘরটা খুবই সাজানো গোছানো, কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি দরজা ঠেলে বাইরে গেলাম। একটা ভোলা জায়গায় ছোট একটা ফোয়ারা, জলের মধ্যে অনেকগুলি গোল্ডফিশ খেলে বেড়াচ্ছে।

জায়গাটা পেরিয়ে দরজা ঠেলে একটা বড়ো ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। এ ঘরটার অনেকগুলো দরজা, একটা দরজা খোলা আর সেখান থেকে গিল্ডা ডেলানির মৃদু গলার সুর ভাজা শোনা যাচ্ছিল।

আমাকে দেখে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর চোখের চাহনির কোনো বর্ণনা হয় না, শরীরের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার তুলনা দেওয়া যায় না, আর যেমন করে তার চকচকে চুলের রাশ জানলা দিয়ে আসা রোদ্দুরে ঝম করে উঠছিলো, তারও কোনো সঠিক রূপ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা অসম্ভব। পরনে একটা ক্রীম রঙের সিল্কের শার্ট, একটা আকাশী নীল স্কার্ট। ওকে দেখে আমার হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো।

মিঃ রেগান, কি খবর? মেয়েটি হেসে বললো।

আপনার স্বামী আমায় আসতে বলেছিলেন, এরিয়েলটা লাগাতে হবে। ছাদের ওপর যাওয়া যাবে কি?

ঐ ঘরে স্কাইলাইট আছে। আপনার সিঁড়ি লাগবে। স্টোর রুমে সিঁড়িটা আছে, ঐ যে দরজা, ও আঙুল তুলে দেখালো।

আমি মিসেস ডেলানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্টোর রুম থেকে সিঁড়িটা নিয়ে ঘরে ঢুকে ছাদের দরজাটার নীচে রাখলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজাটা খুলে দিলাম।

জিনিসপত্র নিয়ে আবার জন্য নিচে নামলাম। জিনিস নিয়ে ফিরে আসছি এমন সময় মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। আমি ওর চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

আপনার কোনো সাহায্যের দরকার? মেয়েটি বললো। দরকার হলে করতে পারি। আমি বললাম, তাহলে তো ভালোই হয়। যন্ত্রপাতিগুলো ছাদে নিয়ে যেতে চাইনা। আপনি যদি ওগুলো হাতে হাতে এগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে উপকার হবে। আপনি ওপরে উঠতে পারবেন তো?

আপনি যদি এটাকে ঠিক করে ধরে রাখেন তাহলে পারবো। ও এগিয়ে এলো। আমি এরিয়েলটা নিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। ওর শরীর থেকে একটা সুগন্ধ আসছিল।

আমি সিঁড়িটার গায়ে হাত রেখে বললাম–এটা নিরাপদ।

এই সব কাজের জন্য চাপা প্যান্ট পরা উচিত ছিল আমার। ও হাসলো।

আমি বললাম, ঠিক আছে আমি তাকাবো না।

ও হেসে উঠে হাত দিয়ে ধাপগুলি ধরে ধরে ওপরে উঠতে লাগলো।

স্কার্টটা একবার ফুলে উঠলো, যেটুকু দেখতে পেলাম, তাতে আমার রক্তের গতি দুরন্ত হয়ে গেল।

ওপরের দরজার ফাঁক দিয়ে ও তাকালে আমার দিকে। ওর সেই দৃষ্টিকোণ দেখে, ওকে বিশেষ কিছু মনে হচ্ছিল।

সেই দৃষ্টি, যে দৃষ্টি থাকে এমন মেয়ের চোখে, যে পুরুষের সব কিছু খবর রাখে, আর এইমাত্র আমি যা দেখেছি, তা দেখে পুরুষের অবস্থা কি হয়, এটাও জানে।

আপনি যদি এরিয়েলটা আমাকে দেন...ও বললো।

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর হাতে এক এক করে এরিয়েল, তারের টুকরো আর যন্ত্রের বাক্সটা তুলে দিলাম।

ওপরে উঠে গেলাম, হঠাৎ মনে হলো যে পৃথিবীতে আমরা কেবল দুজনেই রয়ে গেছি। ওখান থেকে টেলিভিশনের শব্দটা শোনা যাচ্ছে না।

আমি তারের টুকরোর পাক খুলতে লাগলাম। আমি কথায় কথায় জানতে চাইলাম ওর স্বামীর কথা, কোন দুর্ঘটনা হয়েছিল কিনা।

মেয়েটি তার কাঁধের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললো, হ্যাঁ, ও তাই নিয়ে সাংঘাতিক ভাবে। ওর পক্ষে এটা খুব খারাপ হয়েছে। প্যাসিফিক ফিল্ম স্টুডিওগুলোতে ও টেনিস কোচ ছিল। সবনামকরা অভিনেতাদের ও শিখিয়েছে। কাজটা খুব রোজগেরে ছিল। পঞ্চাশের কাছে ওর বয়স। এই বয়সে ও খুব হৈ হৈ করতো, শেখাতে ভালবাসতো। এমন সময় দুর্ঘটনা ঘটলো। ও আর হাঁটতেও পারে না।

সব কথা শুনে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব করুণ মনে হলো।

আমি বললাম, খুব মুস্কিলের কথা, উনি ভালোবাসেন এমন কিছু নেই? চেয়ারে বসে কিছু না করে বাকি জীবনটা কাটাতে চাইছেন না নিশ্চয়?

হ্যাঁ তাই, ওর অনেক টাকা আছে। ওটার কোনো অভাব নেই আমাদের। মেয়েটির ঠোঁটে একটা তিক্ত হাসি দেখা দিল এখানে ও চলে এসেছে ওর বন্ধুদের এড়াবার জন্য। কেউ করুণা করলে ওর ঘেন্না লাগে।

আমি তারটা এরিয়েলের সংগে লাগালাম। কথাবার্তা ভেঙে গেলো। এরিয়েলটা ও আমার হাতে তুলে দিল। এরিয়েল লাগাতে বেশি সময় লাগলো না। যতবার ওর হাত থেকে কোনো যন্ত্র নিচ্ছিলাম, ততোবারই কিন্তু ওর সম্বন্ধে আমার আগ্রহ বেড়ে উঠছিল।

ও আমার খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল, আমার নিঃশাস দ্রুত হয়ে উঠছিল। আমি বুঝতে পারলাম ও একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চিবুকটা তোলা, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল। হঠাৎ ও আমার দিকে ঢলে পড়লো। আমি ওকে চেপে ধরলাম।

এর আগে আমি অনেক মেয়েকেই চুমু খেয়েছি কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ছিল। এই চুম্বনের জন্যই কি লোকে স্বপ্ন দেখে? বোধ হয় কুড়ি কি ত্রিশ সেকেন্ড আমরা দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। তারপর ও সরে গিয়ে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখলো। ওর দুটো চোখ, সেই ফরগেট-মিনট, ভিজে উঠলো, বন্ধ হয়ে রইলো একটু, ও আমার মতই জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো আমার চোখের সামনে থেকে।

আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলাম। ওর চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে শুনতে নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ কানের কাছে জোরে বেজে উঠতে লাগলো।

রাত আটটার সময় আমি বাড়ি ফিরলাম। আমি কেবল গিল্ডার কথাই ভাবছিলাম। বারান্দায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু ভাবতে চাইলাম আমি।

ও আমাকে চুমু খেলো কেন? ওর মতো সুন্দরী মেয়ে যে এতো ঐশ্বর্যের মধ্যে রয়েছে, সে আমাকে নিশ্চয় বিশেষ কিছু ভাবেনি। এটা একটা আবেগের বশেই হয়েছে। ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলাই উচিত। আমার জন্য ও স্বামীকে ছেড়ে আসবে এরকম ভাবা ছেলেমানুষি। তাকে দেবার মতো আমার কি আছে?

হঠাৎ আমার ভাবনাটা থামিয়ে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। আমি উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুললাম।

মিঃ রেগান, আপনাকে বিরক্ত করছি না তো! আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই ঠিক এগারোটা নাগাদ।

ওর গলার স্বর শুনে আমার মাথার মধ্যে রক্তের স্রোত বয়ে গেল।

এগারোটা বাজবার মিনিট খানেক পরে, আমি গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওর গাড়িটা এসে থামলো দেখে আমার বুকটা ধকধক করে উঠলো।

মিঃ রেগান, দেরী হলো বলে দুঃখিত, ও বললো, কিন্তু আমার স্বামী ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তার মানে একটা লুকোচুরি চলছে। আমার নিঃশ্বাস জোরে পড়তে লাগলো।

মিসেস ডেলানি, আপনি বারান্দায় উঠে আসুন।

ও বারান্দায় উঠে এলো। আমি আলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম, কেবল ভেতর থেকে একটা আলোর টুকরো এসে পড়ছিল।

ওর পরনে সেই কাউবয় শার্ট আর ম্যাকস। ও একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

খুব শান্ত গলায় ও বললো, আজ বিকেলে যা ঘটেছে, তার জন্য ক্ষমা চাইতে এলাম। আপনি হয়তো ভাবছেন যে আমি সেই ধরনের মেয়ে যারা যে কোনো পুরুষের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমি বললাম, মোটেই না, এটা হয়তো আমারই দোষ।

ও একটা চেয়ারে বসে পড়লো। একটা সিগারেট হবে?

আমি সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিলাম। ও একটা সিগারেট নিল।

আমি দেশলাইটা জ্বালালাম। আমার হাতটা খুবইকাঁপছিল, সিগারেট ধরাবার জন্য ওকে আমার হাতটা চেপে ধরতে হলো। সেই ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় আমার বুকের শব্দটা বেড়ে গেলো।

ও বলে চললো, আমার লজ্জা করছে, আমার মতো অবস্থার মেয়েদের পক্ষে অনেক সময় খারাপ লাগে। তবু, রহস্যকরে লাভ কি? আমার সংযমীহওয়া উচিত ছিল। আমি ভাবলাম আপনার কাছে এসে সবটা পরিষ্কার করে বলবো।

দরকার ছিল না...আমি কিছু মনে করিনি।

নিশ্চয়ই করেছেন। আমি জানি পুরুষের চোখে আমি আকর্ষণীয়া, এর জন্য আমার কিছু করার নেই। আর যখন কেউ দেখে যে আমার স্বামী পঙ্গু তারা আমায় বিরক্ত করতে থাকে। আজ পর্যন্ত আমার চোখে তেমন কোনো পুরুষ পড়েনি, এজন্য ওদের ঠেকিয়ে রাখা সহজ ছিল। কিন্তু আপনার মধ্যে কি আছে...? যাই হোক আমি এই কথা বলতে এসেছি যে আর এরকম হবেনা। মিঃ রেগান। আমার যদি আর কারো সঙ্গে প্রেমে পড়ার দুর্ভাগ্য হয় তবুও আমি স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারবো না। উনি পঙ্গু। আমার ওপরেই নির্ভরশীল। আমার তো একটা বিবেক আছে।

আমি বললাম, যদি আপনি কারো সঙ্গে প্রেমে পড়েন, স্বামীকে ত্যাগ করলে আপনাকে কেউ দোষ দেবেনা। আপনার বয়স অল্প, বাকি জীবনটা ওঁর সঙ্গেই নিজেকে বেঁধে রাখবেন এতটা আশা করা ঠিক নয়। এতে আপনার জীবনটা নষ্ট করা হচ্ছে।

আপনি কি তাই মনে করেন? যখন আমি বিয়ে করেছিলাম, তখন প্রতিজ্ঞা করেছি যে ভালো হোক মন্দ হোক, ওর সঙ্গেই থাকবো। এখন চলে যাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া যে দুর্ঘটনায় ও পঙ্গু হয়ে গেছে তার জন্য আমিই দায়ী। সেই কারণেই, বিয়ের বাঁধন ছাড়াও ওর সম্বন্ধে আমার বিবেক রয়ে গেছে।

আপনি দায়ী?

হ্যাঁ, দুর্ঘটনার পর আপনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে আমার সব বলতে ইচ্ছা করছে। আমরা চার বছর হলো বিয়ে করেছি। বিয়ের তিনমাস পর দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা একটা নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম। জ্যাক খুব মদ খেয়েছিল। এ অবস্থায় ওকে আমি গাড়ি চালাতে দিই নি। আমি নিজেই চালালাম। আমরা একটা পাহাড়ী পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। জ্যাক ঘুমিয়ে পড়লো। খানিকটা এসে দেখলাম একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পথটা আটকে রেখেছে। ওটা আমাদেরই এক বন্ধুর, তার গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে। আমি গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ে তার দিকে যেতে লাগলাম। পথটা ওখানে খুবই খাড়াই ছিল। গাড়িটা পেছন দিকে চলতে শুরু করলো। ব্রেক ঠিকমতো লাগাতে পারিনি। জ্যাক তখনও ঘুমোচ্ছ। আমি দৌড়ে গেলাম কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে।

গাড়িটা রাস্তা থেকে পড়ে গেলো, সে কী ভীষণ শব্দ, সেই মুহূর্তটা আমি ভুলতে পারবো না।

আমি বললাম, এটা একটা দুর্ঘটনা যে কোনো লোকেরই এরকম হতে পারত।

জ্যাক তা মনে করে না। ওর ধারণা এটা আমারই দোষ। এরজন্য ভয়ঙ্কর দোষী মনে হয় আমাকে। আর সেই কারণেই আমি ওকে ছেড়ে যেতে পারি না।

আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম, আপনি এখনও ওকে ভালোবাসেন?

ভালোবাসা? ও কথা আসেনা। চার বছর ওর সঙ্গে আছি। ওর সঙ্গে থাকা খুব প্রীতিকর নয়। ও মাতাল, ও আমার থেকে তেইশ বছরের বড়ো। আমার সঙ্গে ওর মতের মিল নেই। কিন্তু ওকে আমি বিয়ে করেছি। আমায় মেনে নিতেই হবে। আমার জন্যই ও পঙ্গু আর আমার জন্যই ওর জীবন নষ্ট হয়েছে।

আমি বললাম, যা হয়েছে তার জন্য আপনি নিজেকে দোষ দিতে পারেন না। যদি চান তাহলে ওকে ছেড়ে আসতে পারেন আপনি, আমার এই রকমই মনে হয়।

কিন্তু আপনার তো আমার বিবেকটা নেই, ও হাত বাড়িয়ে দিতে আমি একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম। দেশলাইয়ের আগুনে দুজনে দুজনকে দেখলাম।

আপনি পাগল করে দিতে পারেন...খুব নীচু গলায় ও বলল।

আপনিও তাই।

আমি জানি, আমি কেবল পুরুষকে পাগল করে দিতে পারি তা নয়, আমি নিজেকেও উন্মাদ করে দিই। মিঃ রেগান, আমার জীবনটা দুঃসহ। আপনি হয়তো সেটা বুঝতে

পেরেছেন। আজ বিকেলে যা করেছি তার জন্য আমি উদ্বিগ্ন। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। আমি বুঝতে পেরেছি।

আমার বিশ্বাস আপনি বুঝেছেন, যদি আমার তা মনে না হতো, তাহলে এই রাত্রে আমি একা এখানে আসতাম না। এবারে আমি ফিরে যাবো, ও উঠে দাঁড়ালো।

আমরা দুজন চন্দ্রালোকিত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও হঠাৎ বললো, আপনি কি একাই থাকবেন? আপনার বিয়ে করা উচিত।

আমি এখনো মনের মত মেয়ে পাই নি। ও আমার দিকে তাকালো। চাঁদের আলো সোজাসুজি পড়লো ওর মুখে, আমি একটা তিক্ত হাসি দেখতে পেলাম।

আপনাকে খুশি করা কি শক্ত?

সেইরকমই, বিয়ে একটা চিরস্থায়ী ব্যাপার–অন্তত আমার কাছে।

প্রেম থাকা চাই। আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসিনি, নিরাপত্তার জন্য বিয়ে করেছিলাম। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার কিছু ছিল না। কিছুই না থেকে যদি কেবল স্বাধীনতা থাকতে তবে আর অনেক সুখী হতাম।

আপনি এখনও স্বাধীনতা পেতে পারেন।

এখন নয়। যদি ওকে ছেড়ে যাই, তবে আমার বিবেক আমাকে তাড়না করতে থাকবে। বারান্দার রেলিঙে অলসভাবে হাত রেখেও বললো, একটা উত্তেজনায় এখানে এসেছিলাম। আমি আপনাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে...

আমি ওর হাতে হাত রাখলাম, গিল্ডা...।

ও ঘুরে দাঁড়ালো–কাঁপছে।

গিল্ডা আমি তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছি..

আমিও, আমার লজ্জা করছে, কিন্তু যখনই তোমায় দেখলাম...আমি ওকে দুহাতে টেনে নিয়ে মুখের ওপরে আমার মুখ রাখলাম। আমাকে চেপে ধরার সময় ওর শরীরের আকুতি টের পেতে লাগলাম আমি।

ওকে দুহাতে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। গ্যারেজের ছাদে যে পাচাটা বসে থাকে সে হঠাৎ উড়ে গেলো।

একটা ছোট্ট ছায়া মাটিতে পড়লো।

খুনের চিন্তা

গিল্ডা আমার ঘরে পর পর তিন রাত্রি এলো, আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসলাম।

উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর দেখলাম এটা আমার পক্ষে তৃপ্তিকর হচ্ছে না।

কেউ ওর আসা যাওয়া দেখে ফেলবে ভেবে গিল্ডা খুব ভয়ে ভয়ে থাকতো। ওর স্বামী টের পেয়ে যাবে যে ও বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, এই ভেবে ও আতঙ্কিত হতো।

আমাদের তাই লুকিয়েই প্রেম করতে হতো। কোন রকম একটু শব্দ হলেই ও ভয়ে আমার হাত চেপে ধরতে।

তিন রাত্রেই ও আমার সঙ্গে এক ঘণ্টারও কম সময় ছিল। ঐ অল্প সময়েই আমরা মরিয়া হয়ে প্রেম করে নিতাম। ও বাড়ি ফিরে যাবার আগে আমাদের কথা বলার সময়ই হতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে আমি ভালোবাসতাম। আমার কাছে এই মিলন কেবল দৈহিক ছিল না। আমি মাঝে মাঝে বিচলিত হতাম ওর ওপরে ওর স্বামীর প্রভাব আছে জেনে।

আমি চাইতাম ও নিজের সম্বন্ধে বা আমার সম্বন্ধে কোনো কথা বলুককিন্তু ও যখনই কোনো কথা বলতো তা ওর স্বামীর সম্পর্কে।

ও প্রায় ওর স্বামীর কথা চিন্তা করতে করতে বলতো যে, ওর স্বামী যদি টের পেয়ে যায় তবে ও কখনই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। তৃতীয় রাত্রে প্রেমক্রিয়ার পর জামা পরতে পরতে ও বলছিলো, আমার মনে হচ্ছে ও আমাকে চাইছে। আগে ওর কখনো রাত্তিরে ব্যথা হলে আমাকে জাগিয়ে কিছু চাইতো এখনোও আমাকে ডাকতে পারে।

দোহাই গিল্ডা, ওই চিন্তা ছেড়ে দাও। তোমার স্বামীকে সত্যি কথা বলে দাওনা কেন? কেন বলোনা যে তুমি আমায় ভালোবাসো। তুমি মুক্তি চাও?

আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, গিল্ডা, তুমি কি আমায় ভালোবাসো?

ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো, টেরি, তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো? আমি তোমায় ভালোবাসি। দিনের প্রতি মিনিটে আমি তোমার কথা ভাবি। তোমার কাছে আমি থাকতে চাই। কিন্তু ও যদি মারা যায় তবেই এটা সম্ভব। ও মারা না গেলে আমি মুক্তি পাবো না। ও আমাকে টেনে নিয়ে জানলার কাছে গেল। বাইরে চাঁদের আলো।

এখানে আসার আগে ডাক্তার দেখে বলেছে ওর স্বাস্থ্য খুব সুন্দর রয়েছে। ও স্বচ্ছন্দে আরো তিরিশ বছর বাঁচবে।

তাহলে ওঁর মারা যাবার কথা ভেবে সময় নষ্ট করছো কেন? আমরা তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে পারি না। তোমার ডিভোর্স নেওয়া উচিত। তোমার স্বামীর টাকা আছে। নিজেকে দেখার জন্য উনি একটা নার্স রাখতে পারেন। আর তুমিও মুক্তি পেতে পারো।

গিল্ডা সরে গেলো, তা আমি পারবো না। ও আস্তে আস্তে স্পষ্ট গলায় বললো, যদি ও মরে যায় টেরি, তাহলে এই টাকাটা আমার হবে। তুমি আর আমি এটা নেবো।

আমি হঠাৎ ভাবতে বসলাম, অতত টাকা পেলে আমি কি করব, ভাবতে গিয়ে আমার, মেরুদণ্ডে পিচ্ছিল স্রোত বয়ে গেল।

ঐ টাকা পেলে আমি একবছরে দ্বিগুণ করে ফেলতে পারি। লস এঞ্জেলসে একটা দোকান খুলবো। সারা জেলায় তিন চারটে সার্ভিস ভ্যান রাখবো, হাই-ফাই সেট বানাবো। প্রচুর টাকা কামিয়ে ফেলবো।

গিল্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গেলো। আমি ওর পেছনে গেলাম।

আমরা কি করবো টেরি? আমার দিকে না তাকিয়ে ও বললো আমরা আর দেখা করবো না। এ ছাড়া আর উপায় কি? প্রবঞ্চককে আমি ঘৃণা করি। যখন থেকে আমরা প্রেম করছি তখন থেকে আমার নিজের ওপর ঘেন্না করছে। এটা বন্ধ করতে হবে। এটাই হলো একমাত্র রাস্তা। আর কোনো উপায় নেই। আমাদের দেখা হওয়া বন্ধ করতে হবে।

আমি বললাম, শোনো...তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই। কাল রাত্রে আমরা এ বিষয়ে কথা বলবো।

কাল রাত্রি বলে কিছু নেই। কাল আমি আসবো না। এখনই এটা বন্ধ করতে হবে।

আমি ওকে ধরতে গেলাম, ও ছিটকে সরে গেল।

না, আমার পক্ষে ব্যাপারটা আরো শক্ত করে তুলল না, টেরি। তুমি জানো না, তোমার চেয়ে বেশি আমি এটা চাই, কিন্তু আমি জানি এটা বন্ধ করতেই হবে। আমি যাচ্ছি। আর আমাদের দেখা হবে না।

ওর কথা বলার স্বরে এমন একটা হতাশা আর দৃঢ়তা ছিল যে আমি সরে দাঁড়ালাম, বুকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা হলো আমার।

গিল্ডা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম ও গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার মনে হলো ও ঠিক বলছে না, এটা কেবল বিবেকের তাড়না, কাল রাত্রে ও নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু ও এলোনা। শেষকালে যখন বারোটা বেজেছে আমাকে মেনে নিতে হলে যে গিল্ডা আসবে না।

পরদিন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে করতে শেরিফ জেফারসনের সঙ্গে দেখা হলো, ওঁর সঙ্গে একজন অচেনা যুবক।

নজর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না, সুতরাং আমি জেফারসনকে হাত নেড়ে ডাকলাম। উনি বললেন, ম্যাট লাউসনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। মিঃ লাউসন, ইনি টেরি রেগান, যার কথা বলছিলাম।

আমি লাউসন-এর সঙ্গে করমর্দনকরলাম। লাউসন বললো, মিঃ রেগান, আমি সংক্ষেপেবলছি, আপনার তাড়া রয়েছে। আমি ন্যাশনাল ফাইডেলিটি থেকে আসছি। টি. ভি. ইনসিওরেন্স করিয়ে থাকি আমরা। আপনি তো এই অঞ্চলে টি.ভি সেটগুলো

দেখেন। আপনি যদি আপনার খরিদ্দারের নামগুলো আমায় দেন, তাহলে আমার পরিশ্রম বেঁচে যায়। আমি অবশ্য এমনি এমনি চাইছি না, আমি একটা কমিশন দেবো আপনাকে।

এই ধরনের প্রস্তাবকে আমি দূরে ঠেলে দিতে পারলাম না। আমি জানতে চাইলাম কি ধরনের ইনসিওরেন্স করা হয়ে থাকে।

যেমন হয়ে থাকে, টিউবটার জন্য, মেরামতির জন্য আর পার্টস বদলের জন্য। এই অঞ্চলে যাদের টি. ভি. সেট আছে, কেবল তাদের নাম ঠিকানা কেবল আমি চাই।

পাবেন। গাড়িতে আমার ঠিকানা লেখাবইটা আছে। আমি আপনাকে ওটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনি লিখে নিয়ে শেরিফকে দিয়ে দেবেন। পরে যেদিন শহরে আসব, আমি ওটা নিয়ে নেব।

ঠিকানার বইটা বার করতে করতে আমি বললাম, ন্যাশনাল ফাইডেলিটি টি. ভি.ইনসিওরকরে জানতাম না। আমি জানতাম ওরা কেবল জীবন বীমাই করে।

আমরা সবরকম ইনসিওরই করাই, অবশ্য সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো জীবনবীমা।

ঠিকানা লেখা বইটা ওকে দিয়ে আমি আমার বাড়িতে ফিরে এলাম। ডেলানির সুপার সেটটার জন্য অনেক জিনিস আমি জোগাড় করেছিলাম। বিকেলে কাজে লেগে গেলাম।

এই কাজটা আমি দুটো কারণে ধরেছি-এর আগে আমি কখনও কোনো সুপার সেট তৈরী করার সুযোগ পাইনি, এটা করতে আমার খুব গর্ব হচ্ছিল। কিন্তু আরো জরুরী কারণটা

হচ্ছে যে, আমি বুঝে ছিলাম গিল্ডার কথাই ঠিক ও আর আসবে না। এই সুপার সেট নিয়েই আমি আবার ব্লু-জয় কেবিনে যেতে পারবো, কিছুটা সময় কাটাতে পারবো আর ওকে দেখতে পাবো।

আমি কাজ করে যেতে লাগলাম। টেলিফোনের আশায় উৎকর্ণ হয়ে রইলাম, টেলিফোন এলো না। গিল্ডার মত পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করলাম, যদিও জানি ওর মত বদলাবেনা। আমি যতই কাজ করে চললাম ততই বুঝতে পারছিলাম যে আমার আর গিল্ডার মাঝখানে বাধা হয়ে রয়েছেন ঐ প্রৌঢ় লোকটি, যিনি দিনের পর দিন একটা চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন। যার কোনো প্রয়োজন নেই।

ডেলানির সুপার সেটের ক্যাবিনেটের জন্য কাঠের ব্যবস্থা করতে আমি পরের দিন লস এঞ্জেলসে গেলাম। কাঠ বেছে নিয়ে সেটাকে কেটেকুটে দিতে বললাম, ওরা বললো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

এক ঘণ্টা কাটাতে হবে, আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে দোকানগুলো দেখতে দেখতে ঘুরছিলাম। একটা জন্ত্রীর দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম, হঠাৎ নজরে পড়ল একটা নীল রঙের পাউডার কেস, নীল রঙটা গিল্ডার চোখের রঙের সঙ্গে মিলবে ভালো।

আমি সেটা কিনে ফেললাম। দোকানে বললাম কেসটার ডালার ভেতরে গিল্ডার নাম লিখে দিতে। কাজটা করতে বেশি দেরী হলো না। বাড়ি ফিরে ব্লু-জয় কেবিনে, হ্যালো, গিল্ডার গলা শুনতে পেয়ে আমার বুক ধকধক করে উঠলো। কাল রাত্রে আমার সঙ্গে লস

এঞ্জেলসে ডিনার খাবে। আমি তোমাদের বাড়ির বইরে এগারোটার সময়ে থাকবে। স্পষ্ট করে বললাম আমি।

একটু চুপ করে থেকে ও বললো, আপনার রং নাম্বার হয়েছে বোধহয়, না, ঠিক আছে। অসুবিধার কিছু নেই। ও টেলিফোনটা ছেড়ে দিল।

বুঝতে পারলাম ডেলানি ঘরে আছেন। কাল রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমার কিছু করার নেই।

পৌনে এগারোটার সময় আমি ব্লু-জয় কেবিনের সামনে এলাম, এগারোটা বাজার দুমিনিট আগে গিল্ডা বাইরে বেরিয়ে এলো। ওকে দেখেই আমার রক্ত দুর্বার হয়ে উঠলো।

কাছে এসে ও থামলো। আমি গেটটা খুলে দিলাম।

টেরি—

আমি কিছু না বলে ওকে কাছে টেনে নিতে চাইলাম। কিন্তু ও সরে গেলো।

না, টেরি না। আমি আগেই বলেছি, আমরা আর প্রেম করবো না। আমরা এখন থেকে শুধুই বন্ধু। বন্ধু না হতে পারলে আমাদের আর দেখা করা উচিত নয়।

আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। ঠিক আছে, আমি মেনে নিচ্ছি।

টেরি, তোমার পক্ষে এটা কি খুব শক্ত?

ও নিয়ে ভেবো না। আমি তো মেনে নিয়েছি। চলল, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। এঞ্জিন চালু করে বললাম, একটা রেস্তোরাঁ আছে। সেটা একটু দূরে, কেউ আমাদের চিনবে না।

সেই-ই ভালো।

লস এঞ্জেলস ওখান থেকে আশি মাইল। রাতাটা ভালো হলেও প্রায় দুঘন্টা লেগে গেলো পৌঁছতে। পথে আমরা বিশেষ কিছু কথা বলিনি। গিল্ডা প্রথমে এটা ওটা নিয়ে কথা বলতে চাইলেও কোনো লাভ নেই জেনে বাকি রাস্তাটা আমরা চুপ করেই ছিলাম।

হার্মোসা বীচে একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ, এখানকার খাবার ভালো। রেস্তোরাঁর টেবিলে ঢাকা দেওয়া আলো, খুব মৃদু বাজনা বাজছে। সাদা পোশাক পরা ওয়েটারগুলো ঠিক মেসিনের মতো যোরাফেরা করছে।

আমরা স্ক্যাম্পি, কেলোনীজ আর একবোতল মদ নিলাম। আমি ওর চোখের দিকে উৎসাহের সঙ্গে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু নিরাশ হতে হলো।

গিল্ডা হঠাৎ বললো, চার বছর বাদে আমি এই প্রথম কারো সঙ্গে বের হলাম।

তোমার যদি ভালো লাগে, তবে আমরা আরো আসতে পারি। আমি বললাম।

আমার গলায় একটা তীক্ষ্ণতা ছিল, গিল্ডা সেটা ধরতে পারলো বোধহয়। চট করে মুখ তুলে তাকালে আমার দিকে।

টেরি...তোমার নিজের কথা কিছু বলল, তোমার এই যে দোকানটা..তোমার কতটা আশা আছে এর ওপর?

আমার কথাগুলো ভালো না লাগলেও বললাম–যদি আমার পয়সা থাকতো, আমি নিজে একটা দোকান দিতাম। আমি জায়গা চিনি, আমি এমন একটা দোকানঘর চাই যেখানে ভালোভাবে আমার তৈরী হাই–ফাই সেটগুলো সাজিয়ে রাখতে পারবো, ডিমাকবাজিয়ে শোনবার জন্য একটা ভালো ঘর থাকবে। কিন্তু এটা পাওয়া সহজ নয়। এত টাকা আমার কখনই হবে না।

কত চাই তোমার?

পঁচিশ হাজারেই হতে পারে। ওর দ্বিগুণ পেলে বিরাট করে কিছু করা যায়।

টেরি, ও যদি মারা যায়, তাহলে তোমার যা দরকার তুমি পাবে।

একথা তুমি আগেও বলেছ। যদি মারা যায়...

দেখলাম ও ঘড়ি দেখছে।

আমি ওয়েটারকে বিল দিতে বললাম।

গাড়িতে উঠতে উঠতে গিল্ডাবলল, আজকের প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমার ভালো লেগেছে, টেরি।

ধন্যবাদ।

আমি কিন্তু ওর মতো আমারও ভালো লেগেছে এই মিথ্যা কথাটা বলতে পারলাম না।

গাড়ি লস্ এঞ্জেলস ছাড়িয়ে পাহাড়ের পথে ঢুকলো।

আমরা চুপ করেই ছিলাম। ব্লু-জয় কেবিনের মাইল দুয়েক দূরে আমি গাড়িটা থামালাম।

গিল্ডা আমার দিকে তাকিয়ে বললো থামালে কেন?

আমি কিছু না বলে পাউডার কেসটা বার করে ওর কোলের ওপর ফেলে দিলাম। আমি ড্যাশবোর্ডের আলোটা জ্বেলে দিলাম। ও বাক্সটা নেড়ে চেড়ে দেখলো। দারুণ দেখাচ্ছিল। আমি টের পেলাম ও জোরে নিঃশাস নিল।

এটা আমার জন্য?

হ্যাঁ, তোমার চোখের সঙ্গে এর রং মিলেছে।

টেরি আমি এটা নিতে পারি না। তোমার এরকম উপহার দেওয়া উচিৎ নয়।

আমি তোমাকে লোভ দেখাচ্ছি না, আমার এটা দেখে মনে হলো যেন এটা তোমার জন্যই তৈরী। আমি চাই শুধু তুমি এটা নাও।

আমি গাড়ি চালু করে দিলাম। গিল্ডা আমার পাশে চুপ করে বসে রইলো।

গেটের কাছে পৌঁছতে গাড়ি থামালাম, দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম।

টেরি তুমি জানো না আজকের দিনটা আমার কত ভালো লেগেছে। এই পাউডার কেসটার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এটা আমার প্রথম পাওয়া উপহার।

গিল্ডা আমার দিকে সরে এসে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরলো আমার ঠোঁট।

আমার কোন তৃপ্তি হচ্ছিল না। ওকে জড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি ভাবছিলাম সেই লোকটির কথা যিনি এখনও বিছানায় শুয়ে আছে, হয়তো ঘুমোচ্ছন, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে একশো গজ দূরে। উনি যতক্ষণ বেঁচে আছেন ততক্ষণ আমাদের লুকিয়ে চুরিয়ে ভালোবাসা, ছাড়া আর কিছু করার নেই।

গিল্ডা পরের দিন ভোরেই আমাকে ফোন করলো।

কাল আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন ও জেগে ছিল। ওর ঘরে আলো জ্বলছিল।

উনি কি জেনেছেন যে তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে?

জানিনা। আজকে উনি একেবারেই চুপচাপ রয়েছেন। দু-একটা কথা ছাড়া কোন কথাই আমার সঙ্গে বলেন নি। টেরি, এভাবে আর সম্ভব নয়। তোমাকে দুরেই থাকতে হবে। আমি দুঃখিত। কিন্তু আর দেখা করব না। আমাকে মাপ করো...দোহাই আর টেলিফোন করো না।

লাইনটা কেটে গেল। কোন লোক যখন প্রেমে পড়ে, যেমন আমি গিল্ডার প্রেমে পড়েছিলাম, আমার মনে হয়, তার একটু মাথার গোলমাল হয়ে যায়। চারটে দিন আর চারটে বিশ্রী রাত কাটাবার পর আমার মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি কিছুতেই কাজে মন দিতে পারছিলাম না, কিছুই বিক্রী করতে পারলাম না। তিনবার ব্লু-জয় কেবিনে ফোন করেছিলাম কিন্তু বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

রাত্রে চোরের মত আমি ওদের বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। জানলার পর্দায় শুধু ওর ছায়া দেখতে আমার এতো কষ্ট হতো যে বলার নয়। আমি বিচলিত হয়ে পড়তাম।

পঞ্চম রাত্রে আমিইস্কি খেলাম। বুঝতে পারছিলাম যে গিল্ডার জন্য এই নিদারুণ যন্ত্রণা, একে কমাতেই হবে। সেই সমস্যার সমাধান করলো হুইস্কি। চারদিন বাদে আমি প্রথম ঘুমোলাম। কিন্তু স্বপ্নে ওকেই দেখলাম। আটদিন বাদে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যাতে এই দুঃস্বপ্নের চরম হয়ে এল।

তখন রাত নটা। আকাশে চাঁদ নেই, বৃষ্টি হতে পারে। আমি বারান্দায় বসেছিলাম। টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

ঘরে ঢুকে আমি রিসিভার তুললাম। মিঃ রেগান নাকি? ডেলানির গলা চিনতে পারলাম, আমার বুকে ঘা পড়ছিল।

হা।

সেটটা চলছেনা। টিউবটা বোধহয় গেছে। এই কদিনে আমি প্রথম একটা ভালো খবর শুনলাম। ওকে দেখতে যাওয়ার একটা কারণ পাওয়া গেল।

আমি এখনই আসছি।

দশ মিনিটের মধ্যে আমি ব্লু-জয় কেবিনে পৌঁছে গেলাম।

আলো জ্বলছিল, যন্ত্রপাতি নিয়ে আমি বারান্দায় উঠলাম। ভেবেছিলাম গিল্ডাকে দেখতে পাবো কিন্তু ভাবতে পারিনি ও ইচ্ছে করে আমাকে এড়িয়ে যাবে। তীব্র হতাশায় আমি ভেঙে পড়লাম।

ডেলানি টি. ভি. সেটটা দেখিয়ে বললেন, টিউবটা বোধহয় পুড়ে গেছে।

আমি ভালবগুলো দেখছি, ডেলানি হঠাৎ বলে উঠলেন, আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। যদি আমার স্ত্রী কখনো আপনাকে গাড়িতে যাবার প্রস্তাব করে মোটেই রাজি হবেন না। ওর গাড়ি চালানো বিপজ্জনক। আমি একবার ওকে চালাতে দিয়ে বোকামি করেছিলাম। তাই সারাজীবন এই চেয়ারে বসে কাটাতে হচ্ছে।

আমি কিছু না বলে গাড়ি থেকে একটা ভাল এনে লাগিয়ে টি. ভি. চালু করলাম। পর্দায় ছবি ফুটে উঠলো। আমি অ্যাডজাস্ট করে দিলাম।

ডেলানি জানতে চাইলো, কত লাগবে?

তিন ডলার।

গলা তুলে ডেলানি ডাকলেন, গিল্ডা এদিকে এসো।

দরজা খুলে গিল্ডা ভেতরে এলো। অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। ওকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। আমার দিকে তাকিয়ে ও ভদ্রতাসূচক মাথা ঝাঁকালো।

ডেলানি বললেন, তিনটি ডলার দাও।

গিল্ডা এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগটা আনতে গেল।

আমি টি. ভি. সেটটা জায়গায় বসিয়ে স্ক্রুটা আটকে দিচ্ছিলাম।

গিল্ডা ডেলানির কাছে গিয়ে ব্যাগটা খুললো, তিনটে এক ডলারের নোট বার করলো সে, আর তাই করতে গিয়ে ব্যাগটা হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। ব্যাগের জিনিসগুলো ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

সেই পাউডার কেসটা চোখে পড়লো ডেলানির। একমুহূর্ত গিল্ডা দাঁড়িয়েছিল, তারপর এগিয়ে গিয়ে কেসটা দ্রুত তুলে নিলো। ডেলানি ওর কব্জিটা মুচড়ে কেসটা ছিনিয়ে নিলেন।

কয়েক মুহূর্তেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। ডেলানির মুখটা বীভৎস হয়ে গেছে, বাঁ হাত দিয়ে উনি প্রচণ্ড জোরে গিল্ডার নাকে ঘুষি মারলেন। বেশ জোরে শব্দ হলো।

আমার ভীষণ ভাবে ইচ্ছে হচ্ছিল যে লোকটাকে গলা টিপে শেষ করে দিই, কিন্তু যেমন ছিলাম তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম।

গিল্ডা মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। ডেলানি পাউডার কেসটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। গিল্ডা উঠে দাঁড়ালো নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, মুখটা সাদা হয়ে গেছে। ডেলানি কেসটা খুলে ডালার ভেতরে গিল্ডার নামটা দেখতে পেলেন। তাঁর মুখটা রাগে থথ করছে।

তোমার তাহলে প্রেমিক জুটেছে, গলা শুনে আমার শরীরটা কেমন করে উঠলো।

গিল্ডা কথার কোনো উত্তর দিলনা। দুহাতে বুক চেপে রেখেছে, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

কেবল আমাকে জখম করেই তোমার আশ মেটেনি, এবারে বেশ্যা সাজতে ইচ্ছা হয়েছে। পাউডার কেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন উনি।

আয়নাটা চুরমার হয়ে গেল।

গিল্ডা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডেলানির হঠাৎ খেয়াল হলো যে আমি ঘরে আছি।

আপনি যান, উনি চীৎকার করে উঠলেন, একথা যদি শহরে ছড়ায় তবে আমি দেখে নেবো, বেরিয়ে যান।

আমি যন্ত্রের বাক্সটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গেট পর্যন্ত চালিয়ে গাড়ি থামালাম। তারপর গেটটা খুলতে যাবো এমন সময় অন্ধকারের মধ্য থেকে গিল্ডা ছুটে গাড়ির হেডলাইটের সামনে এসে দাঁড়ালো।

গিল্ডার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, নাক ফেটে গেছে, চিবুকে শুকিয়ে আছে রক্ত, চোখদুটো জ্বলছে।

আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি ওকে বললাম, এর পরে তুমি আর ওর সঙ্গে থাকতে পারো না গিল্ডা, চলে এসো আমার সঙ্গে আমি তোমায় সুখী করবো। তোমাকে ডিভোর্স নিতেই হবে।

না, এখান থেকে তুমি যাও, তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়ার মতো বোকামি করেছিলাম বলেই আজ আমার জীবন বিপন্ন।

ওভাবে কথা বলো না, ওর সঙ্গে আর তুমি থাকতে পারো না, আমার সঙ্গেই তোমায় থাকতে

আমি ওকে ধরে টেনে নিতে চাইলাম, কিন্তু ও ছিটকে বেরিয়ে গেল।

আমার কাছ থেকে সরে যাও। তুমি কি চাও আমি এর জন্য তোমার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ভিক্ষে চাই? তুমি যদি আর না আসো, আমি জ্যাককে বোঝাতে পারবো যে, ওটা আমিই কিনেছিলাম। কতবার তোমাকে বলবো যে আমি ওকে ছেড়ে যেতে পারবো না।

যতক্ষণ না ও মরছে, আমি ধীর গলায় বললাম, তাই বলেছিলে না?

ও মরবে না। অনেকদিন বাঁচবে। আমার কাছ থেকে চলে যাও, নাহলে, এখন তোমায় যতটা ভালোবাসি, ততটাই ঘেন্না করতে হবে তোমাকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমি ওর পেছনে যাবার চেষ্টা করলাম না।

সেই মুহূর্তে আমি ঠিক করে ফেললাম যে আমি ডেলানিকে খুন করে ফেলবো। এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

আমি খুব অবাক হলাম যে, এই সমাধানটা আমি আগে কেন ভাবিনি।

হত্যার নিপুণ শিল্প

বাড়িতে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

ডেলানিকে খুন করতে আমার কোথাও বাধছে না। এই সিদ্ধান্তে এসে মনে হচ্ছে যে মনের ওপর থেকে একটা চাপ সরে গেল। নিজেকে যেন অন্য কেউ বলে মনে হচ্ছে।

শুয়ে শুয়ে মাথায় শুধু একই চিন্তা কি করে ডেলানিকে খুন করে সরে পড়া যায়।

ডেলানির মৃত্যুতে কি কি সুবিধা হতে পারে সেটা ভেবে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। গিল্ডা মুক্তি পাবে, ও আমার হবে। লোকটার অনেক টাকা পাবো আমরা দুজনে। নতুন জীবন শুরু হবে আমাদের। এই টাকায় আমি জীবনে বড়ো হয়ে উঠবো। আমার শিক্ষা আছে, জ্ঞান আছে, কিন্তু মূলধন ছাড়া আমি কিছুই করতে পারবো না।

গোপনে খুন করার উপায়টা যদি বার করতে পারি, যাতে কেউ আমায় সন্দেহ করবেনা, তাহলে একটা নতুন দারুণ জীবন পাবো আমি আর গিল্ডা।

কিন্তু ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। ডেলানি বাইরে বের হয় না, ওকে বাড়িতেই খুন করতে হবে। এমন সময় করতে হবে যখন গিল্ডা গ্রীন ক্যাম্পে গিয়েছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে নটানাগাদ গিল্ডা সপ্তাহের কেনাকাটা করতে যায়, ফেরে বারোটা নাগাদ। এর ভেতরেই কাজটা সারতে হবে। সবচেয়ে বিপদের ব্যাপার হলো খুনটা

করতে হবে দিনের আলোয়। যদিওব্লু-জয় কেবিনের সামনের রাস্তাটায় খুব একটা কেউ যাতায়াত করেনা, তবুহয়তো কেউ আমাকে দেখে ফেলতে পারে। তাছাড়া মেরিয়ার কথাও আমাকে ভাবতে হবে। যাতে ও সেই সময় বাড়িতে না থাকে তার ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে।

আমাকে দেখতে হবে যাই করি না কেন গিতা যেন জড়িয়ে না পড়ে। পুলিশ যদি জেনে ফেলে যে আমার আর গিল্ডার মধ্যে প্রেম চলছে তাহলে আর রেহাই নেই। খুন যদি করি তাহলে গিল্ডাকে আমার চাই আর ওঁর টাকাগুলো চাই।

চিন্তা করতে করতে মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা হলো তবুও একটা নিরাপদ কিছুবার করতে পারলাম না।

ডেলানি নিজেই দেখিয়ে দিলেন যে কি করতে হবে।

পরের দিন সকালে টেলিফোন বেজে উঠলো।

ডেলানির গলা মিঃ রেগান নাকি?

ওঁর গলার স্বরে আমার শরীরে একটা অবর্ণনীয় উত্তেজনা বয়ে গেল।

হ্যাঁ, আমি বললাম।

আপনি একবার আসতে পারবেন? আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই, এলে খুশি হবো।

আমার মনে হলো আজ শুক্রবার। গিল্ডা থাকবে না। যাকে খুন করবো ঠিক করেছি তাকে একবার দেখার আমার ইচ্ছে হলো।

আচ্ছা, মিঃ ডেলানি আমি আসছি। ঠিক সাড়ে নটার সময় আমি ব্লু-জয় কেবিনে পৌঁছলাম। ডেলানি হাত দেখিয়ে আমাকে বসতে বললেন। সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন।

আমি একটা সিগারেট নিয়ে বসলাম। যাকে খুন করবো তার দিকে তাকাতে গিয়ে শরীর কেমন করে উঠলো। ডেলানি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

আমি কাল রাত্রের বিশ্রী ব্যাপারটার জন্য ক্ষমা চাইছি। তখন আমি মাতাল ছিলাম। আমি দুঃখিত।

একটু হুইস্কিতে চুমুক দিলেন উনি, নিজের স্ত্রী বিশ্বাস ভঙ্গ করছে জানলে ভালো লাগে না, তাই বোধহয় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।

আপনার ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

ওই সেটটা কতদূর হলো? কবে পাবো?

সোমবার দিয়ে দেবো।

বাঃ, ভালো কথা ডেলানি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন,

মিঃ রেগান, আমার স্ত্রী সম্পর্কে কি মনে হয় আপনার?

আমি মুখে কোনো অভিব্যক্তি ফুটতে না দিয়েই বললাম, আমি এ বিষয়ে কি বলতে পারি?

ডেলানি বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু বলবো। শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন আমি ওকে মেরেছিলাম।

মিঃ ডেলানি আমার কাজ আছে, আমি যাচ্ছি।

ডেলানি আমার দিকে চেয়ে বলতে শুরু করলেন, স্টুডিওর সুইমিং পুলে আমি ওকে প্রথম দেখি। যেসব মেয়ের ভালো শরীর আছে বুদ্ধি নেই, তারা যে কাজ করতে পারে তাই করতে ও। আমি অনেক তারকাদের দেখেছি কিন্তু ওকে দেখে আমি ভুলে গেলাম। আমি গিল্ডার প্রেমে পড়ে গেলাম। রাতদিন ওরই কথা ভাবতাম। আমি ওকে সে কথা জানালাম, কিন্তু ও খেলা করতে চাইলো না, হয় বিয়ে করতে হবে নয়তো কিছুই নয়। আমি ওর সঙ্গে ফেঁসে গেলাম। যখন ও সুইমিং পুল থেকে উঠে আসতো গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়তো। সাঁতারের জামা ওর শরীরে লেগে থাকতো–এ সব দেখে আমি ওর প্রেমে না পড়ে থাকতে পারলাম না। আমার স্ত্রী কি চায় জানেন? ও টাকার জন্য পাগল, টাকা ছাড়া ও কিছুই জানে না। আমাকে বিয়ে করার পর প্রথম ও আমাকে বলেছিল একটা অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিওরেন্স করতে। ইনসিওরেন্স কোম্পানী থেকে একটা লোককেও ধরে এনেছিল আমার কাছে। যতক্ষণ না সই করা পলিসিটা ওকে দেখালাম ততক্ষণ ও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ও জানেনা যে ওকে দেখাবার পরেই আমি পলিসিটা

ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ডেলানি হাসলেন। তারপর কি হলো জানেন? আমরা একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। আমার একটু নেশা হয়েছিল। গিল্ডাবললো, ও গাড়ি চালাবে। আমি বোকার মতো চালাতে দিলাম। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পাহাড়ের পথে ও কোথাও থামলো। গাড়ি থেকে নেমে ওর কোনো বন্ধু সে সামনে গাড়ি থামিয়েছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে গেল। যাবার আগে ও ব্রেক লাগিয়ে গিয়েছিল অন্ততঃ সেই রকমই বলেছে। যাই হোক, গাড়িটা গড়িয়ে পড়লো। সেরে উঠতে আমার অনেক দিন লেগেছিল। এখন কি মনে হয় জানেন? গিল্ডা আমার বদলে ঐ একশো হাজার ডলারটাই চেয়েছিল।

আমি বললাম, আমি এসব শুনতে চাই না, আপনার নেশা হয়েছে, আপনি জানেন না আপনি কি বলছেন।

হতে পারে, কিন্তু এই কথাটাই আমার বার বার মনে হয়, এখন ওর প্রেমিক জুটেছে যে লোকটা গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই হতে পারে। ওরা হয়তো দুর্ঘটনাটা মতলব করে করেছিল। পুলিশও একবার তাই ভেবেছিল কিন্তু আমি তখন ওকে ভীষণ ভালোবাসি, তাই বলেছিলাম যে ব্রেকটাতে আমি হাত দিয়েছিলাম। আমি তখন ওকে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এখন করি না।

ডেলানির একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি, কিন্তু উনি এসব বলছেন বলে আমার আনন্দ হলো। এতে ওঁকে খুন করা আমার পক্ষে সহজ হবে।

আমি যাচ্ছি, মিঃ ডেলানি।

একটু দাঁড়ান, উনি বললেন, যে সেটটা বানাচ্ছেন, ওতে একটা রিমোট কনট্রোল সুইচ করে দিতে পারবেন? আমি প্রতিবার চেয়ার না চালিয়েই সেটটা চালাতে বন্ধ করতে চাই।

সেই মুহূর্তে আমার মাথায় খেলে গেলো ওকে কি করে খুন করবো।

রিমোট কন্ট্রোল সুইচেই খুন করা যাবে। ঐ সুইচটা ডেলানির ধাতব চেয়ারে ঠেকে যাবে টেলিভিশনের বিদ্যুৎপ্রবাহ এসে ইলেকট্রিক চেয়ারের মতই ওঁকে মেরে ফেলবে। এইটুকু ব্যবস্থাই করতে হবে আমাকে।

আমার মুখে যাতে কোন ছায়া না পড়ে সেই কারণে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, হ্যাঁ, তাই হবে মিঃ ডেলানি।

বাড়ি ফিরে মতলবটা ভাবতে লাগলাম। কাল রাতে যা নিয়ে ভাবতে বসেছিলাম, এইটেই হলো তার সমাধান। ওঁর মৃত্যুটা যদি দুর্ঘটনা বলে দেখানো যায় তবেই সবচেয়ে নিরাপদ। শেরিফ জেফারসন তাহলে ব্যাপারটা খোঁজখবর নেবেন। যদি হত্যা বলে মনে হয়, তাহলে তিনি লস এঞ্জেলস পুলিশকে ডাকবেন। তাদের ধুরন্ধর লোকেরা এর তদন্ত করুক আমি চাই না। এল. এ হোমিসাইড স্কোয়াডের লেফটেনান্ট জন বুজকে ঠকানো অতো সহজ হবে না। অনেক খুনীকে ও ধরেছে। তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে আমার নেই।

আগে মতলবটা ভালো করে ভেবে নিতে হবে যাতে কোনোরকম ফাঁকনা থাকে। আগে সেটটা তৈরী করে ফেলতে হবে। আর দেরী না করে আমি কাজ শুরু করে দিলাম।

কাজ করতে করতে বারবার গিল্ডার কথাই আমার মনে পড়তে লাগলো।

প্রতিটা তার জুড়বার সময়, প্রতিটা ভালভ বসাতে বসাতে আমার মনে হচ্ছিল আমি এইভাবে গিল্ডাকে মুক্তি দিতে যাচ্ছি, ওর সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করতে চলেছি।

সোমবার সকালে আমি টেলিভিশন সেটটা গাড়িতে তুলে ব্লু-জয় কেবিনের দিকে রওনা হলাম।

সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে গিল্ডাকে আমি দেখিনি, ওকে দেখবার ইচ্ছেও হয়নি আমার মতলব হাসিল না করে ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম না। ও হয়তো শেষ মুহূর্তে এমন একটা কিছু বলবে, যাতে আমায় পিছিয়ে আসতে হবে, সেইজন্যেই কাজটা আগে সেরে ফেলতে চাইছিলাম।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে পড়লাম। গাড়ির শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালেন ডেলানি। কাগজটা ফেলে দিয়ে চেয়ার চালিয়ে এগিয়ে এলেন।

মিঃ ডেলানি, যা কথা দিয়েছিলাম তা রেখেছি।

বেশ সুন্দর, কি রকম হয়েছে?

আপনি নিজেই দেখুন। সেটের জিনিসপত্র নিয়ে আমি ওপরে উঠে এলাম।

সেটটা বসাতে আমার আধঘণ্টা লাগলো, ডেলানিকে বুঝিয়ে বললাম এটা কিভাবে চালাতে হবে।

একটা এল. পি. রেকর্ড লাগিয়ে ভল্যুমটা বাড়িয়ে দিলাম, ডেলানির মুখ দেখে বুঝলাম যেমন মনে করেছি, সেই রকমই পছন্দ হয়েছে ওর।

রিমোট কন্ট্রোল সুইচটা ওঁর চেয়ারের হাতলে আটকে দিলাম। এটা ওঁর খুব পছন্দ হলো। তিনটে নব আছে–একটা সেটটা চালাতে আর বন্ধ করতে, অন্য দুটো ভলুম আর টিউনিং।

নবগুলোয় রবার লাগানো, যাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ এদের মধ্যে দিয়ে না যায়। ঐরবারের আবরণটা খুলে ফেললেই এটার সঙ্গে চেয়ারের বৈদ্যুতিক যোগ ঘটে যাবে।

ডেলানি কন্ট্রোল সুইচ দিয়েই টি. ভি. দেখলেন, বন্ধ করলেন। ওঁর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

দারুণ হয়েছে।

মিঃ ডেলানি, আপনার জন্য সবচেয়ে ভালটাই তৈরী করেছি। নবটার ওপরে ওঁর আঙুলগুলো দেখতে কিরকম অদ্ভুত লাগছে। যদি বরাত.ভাল থাকে তাহলে শুক্রবার এই করতে গিয়েই ওনার ভবলীলা শেষ হবে।

আমি বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গিল্ডা বুইকটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, একদৃষ্টে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি হাতটা একটু তুললেও গাড়ি থামালাম না।

বাড়ি ফিরে এলাম। চিন্তা করতে লাগলাম। এখন কেবল দেখতে হবে শুক্রবার গিল্ডা গ্রীন ক্যাম্পে যাবে কিনা, তাহলেই ডেলানি একলা হয়ে যাবেন। ওদের বাড়ির মেয়েটি শুনলাম চলে গেছে। ভালোই হয়েছে। সামনে থেকে একটা বড় বাধা সরে গেছে।

কিন্তু সবথেকে বড় বাধাটা পেয়োনো বাকি। বৃহস্পতিবার রাত্রে গিয়ে আমাকে রিমোট কন্ট্রোল সুইচটা বিদ্যুৎপরিবাহী করে দিয়ে আসতে হবে। ডেলানি যখন মারা যাবেন তখন আমার ওখান থেকে অনেক দূরে থাকা দরকার। গিল্ডা বেরোবার আগেই ডেলানি যদি ওই সুইচটা ছুঁয়ে ফেলে তা হলে ডেলানির সঙ্গে গিল্ডাও মরবে। সেই কারণে যখন কেউ থাকবেনা তখনই ব্যাপারটা ঘটাতে হবে।

চিন্তা করতে করতে হঠাৎ দেখলাম একটা গাড়ি আসছে। দেখলাম সেই ইনসিওরেন্সের ম্যাট লাউসন।

গাড়ি থেকে নেমে ও আমার কাছে এগিয়ে এলো।

মিঃ রেগান, আমি কিছু টাকা এনেছি আপনার জন্য। খুব বেশি নয়, তবু খানিকটা তো বটে। এখানে কুড়িটা পলিসি করিয়েছি।

ভালোই তো, আমি চাইলাম ও তাড়াতাড়ি চলে যাক।

নতুন ট্রোজান রেডিও আর টি. ভি. সেট দেখেছেন? লস্ এঞ্জেলসে একমী স্টোরে রয়েছে। ওটার এজেন্সি নেবেন নাকি? আমি বললাম, আমি নিজেই সেট বানাই। তবে একবার দেখবো ওটা।

এর মধ্যে একটা টাইম ক্লক আছে। সেটাকে সেট করে দিলে ঠিক প্রোগ্রামের সময়ে নিজে থেকেই চালু হয়ে যাবে।

আমার পক্ষে উত্তেজনা চেপে রাখা কষ্টকর হলো। আমার সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি। টাইম ক্লক! এর সাহায্যেই আমি নির্দিষ্ট সময়ে সুইচটাকে বিদ্যুৎ পরিবাহী করে তুলতে পারবো।

লাউসন চলে গেলে মতলবটা পুরোপুরি ভেবে নিলাম। বোকার মতো কিছু করে না ফেললে কেউ ধরতে পারবে না।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে ডাঃ ম্যালার্ড ডেলানির মৃতদেহ দেখতে আসবেন। ডাক্তার যদি বলে ডেলানির মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা, স্কটল্যান্ড তাই বলবে।

ডাঃ ম্যালার্ড আর শেরিফ জেফারসন–এই দুই বৃদ্ধের অপটুতার ওপরে আমি নির্ভর করে আছি। কোনরকম বিরাট ভুল না হলে আমি ঠিকই বেরিয়ে যেতে পারবো। ভয়ের কোনো কারণই দেখি না। আমার হাতে আর তিনদিন সময় আছে। একটা টাইম সুইচ ক্লক চাই। ভাবলাম যেখানে আমাকে কেউ চেনে না সেইরকম জায়গা থেকেই আমাকে এটা কিনতে হবে। স্যানফ্রানসিসকোর কথাই আমার মনে এলো।

পরেরদিন লস্ এঞ্জেলসে গেলাম। সেখান থেকে স্যানফ্রানসিসকোর ট্রেন ধরে বিকেলের দিকে গিয়ে পৌঁছলাম। তাড়াতাড়ি করে ক্লকটা কিনে বাড়ি ফিরলাম অনেক রাত্রে।

পরের দিন সকালে এগারোটার সময়ে ডেলানিকে ফোন করলাম।

মিঃ ডেলানি, রেগান বলছি, টি.ভি. ঠিক চলছে?

খুব ভালো।

শুক্রবারের প্রোগ্রামটা দেখেছেন? আমি আসল কথাটায় এলাম। ডেম্পসির মারপিটের ছবি দেখাচ্ছে।

তাই নাকি? কটার সময়ে?

শুক্রবার সকাল নটা পঁয়তাল্লিশে।

ধন্যবাদ, ওটা দেখতেই হবে।

টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে যাচ্ছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে নটা চল্লিশ নাগাদ ডেলানি রিমোট কন্ট্রোলে অবশ্যই হাত দেবেনই, তখন ওটা মারাত্মক হয়ে থাকবে।

সব কিছুই এখন নির্ভর করছে গিল্ডার গ্লীন ক্যাম্পে যাওয়া না যাওয়ার ওপর। আমার পরিকল্পনার এই অংশটাই কেবল আমার হাতে নেই।

ব্লু-জয় কেবিন থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর একটা জায়গা আছে যেখান থেকে এই বাড়িটা আর গ্লীন ক্যাম্পে যাবার রাস্তাটা দেখতে পাওয়া যায়। আমি ঠিক করলাম এইখানে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ফিরে গিয়ে অপেক্ষাকরবো। ওখান থেকেই দেখা যাবে গিল্ডা বেরোলো কিনা। যদিনটা কুড়ির মধ্যে ও না বের হয় তবে আমি তাড়াতাড়ি ব্লু-জয় কেবিনে গিয়ে ডেলানিকে আটকাবো যাতে তিনি রিমোট কন্ট্রোলে হাত না দেন। সেটটা দেখতে এসেছি এরকম একটা অজুহাত দিয়ে আমি ব্যাপারটা সামলে নিতে পারবো। আমার এর পরের চালটা খুবই সহজ। আমার বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে আররু-জয় কেবিন থেকে মাইল দেড়েক দূরে থাকেন জেফ হামিশ, একজন লেখক, তাকে ফোন করলাম। আমি জানতাম হামিশের এল.পি. রেকর্ড যোগাড়ের একটা বাতিক আছে। ওঁকেই আমার অ্যালিবাই করবো। উনি নামকরা লোক, সাক্ষী হিসেবে ভালো হবেন।

টেলিফোনে ওঁকে বললাম, মিঃ হামিশ, একটু বিরক্ত করছি। আমি একটা গ্যাজেট পেয়েছি, আপনার কাজে লাগতে পারে। রেকর্ড চলতে চলতেই এটায় রেকর্ডটা পরিষ্কার করা যায়। ঠিক পিনটার সামনেই এটা ঝোলানো থাকে।

শুনে তো ভালোই লাগছে। একবার দেখলে হয়।

কাল সকালে ওদিকে যাবে। যদি সাড়ে নটা নাগাদ যাই অসুবিধে হবে না তো?

কিছু না। আপনাকে ধন্যবাদ।

ভাবলাম ডেলানি মরবেন নটা পঁয়তাল্লিশে। সেই সময়ে আমি ওখান থেকে দেড় মাইল দূরে হামিশকে গ্যাজেটটা চালিয়ে দেখাচ্ছি। সাড়ে নটা থেকে দশটা পর্যন্ত। একটা নিখুঁত অ্যালিবাই।

বৃহস্পতিবার রাত্রে আমাকে সবচেয়ে বিপজ্জনক আর সবচেয়ে শক্ত কাজ করতে হবে।

সাড়ে নটার একটু পরে আমি টাইম ক্লক আর যন্ত্রপাতি নিয়ে ডেলানির বাড়ি রওনা হলাম।

দশটা বাজতে দশে আমি ডেলানির গেটে এসে পৌঁছলাম, ভেতরে আলো জ্বলছে, টি. ভি. সেটে বাজনা শোনা যাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলাম। পেছনের দরজায় গিয়ে ঠেলা দিলাম। খুলে গেলো, রান্নাঘরে ঢুকে পড়লাম। আমার পায়ের শব্দ কেউ শুনতে পাচ্ছে না, আমি ভাড়ার ঘরে ঢুকে গেলাম। আমার কাছে একটা টর্চ ছিল, সেটা জ্বেলে ভালো করে দেখে নিলাম। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। এখানে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

সাড়ে দশটার সময় শুনতে পেলাম টি. ভি. বন্ধ হলো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম। বুকটা ধক ধক করছে। একটা দরজা বন্ধ হলো।

ডেলানির গলা শোনা গেল শুতে যাচ্ছো? তোমাকে একটা কথা বলবো ভেবেছিলাম। তোমার প্রেমিকের কি হলো? আজকাল তো রাত্রে বের হচ্ছেনা তুমি? সেকি এর মধ্যেই তোমাকে ছেড়ে ভেগেছে?

আমি শুতে যাচ্ছি। শুভরাত্রি।

একটু ফুর্তি করতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোমার প্রেমিকের সঙ্গে তো ফুর্তি করো, স্বামীর সঙ্গে করবে না কেন?

তুমি মাতাল হয়ে গেছ, গিল্ডার গলায় ঘৃণা ফুটে উঠলো। তুমি জানো না তুমি কি বলছো।

একটা শব্দ হলো, শুনতে পেলাম গিল্ডা ফুঁপিয়ে উঠলো। স্টোরের দরজা খুলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। ওখান থেকে লাউঞ্জটা দেখা যাচ্ছে। ডেলানি গিল্ডার কব্জিটা ধরে চেয়ারের কাছে টেনে এনেছেন। চোখ দুটো বীভৎস দেখাচ্ছে। তুমি ভুলে যাচ্ছো, আমি তোমার স্বামী। তোমার কিছু কর্তব্য আছে। তোমার প্রেমিকের সঙ্গে মজা করতে পারো, আমার সঙ্গে পারো না?

ছেড়ে দাও আমাকে, জানোয়ার কোথাকার। ডেলানি আঙুল ঢুকিয়ে টেনে গিল্ডার ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফেললেন। একটা আচমকা ধাক্কা মারলেন, গিল্ডা হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

ডেলানি চেয়ারে বসে গালাগালি দিতে থাকলেন ওকে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, উত্তেজনায় আমার মুখে ঘাম ফুটে উঠলো। বুকের মধ্যে খুনের নেশা টগবগ করে ফুটতে লাগলো।

গিল্ডা টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, তার মুখ ফ্যাকাসে, চোখ জ্বলছে। যথেষ্ট হয়েছে, গিল্ডা বললো, আমি তোমার কাছে আর থাকবে না।

ডেলানি হেসে উঠলেন, কোথায় যেতে চাও যাও, তবে আমি মরে গেলে একটি পয়সাও পাবে না।

গিল্ডা শাবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সমস্ত দৃশ্যটা দেখে আমি উত্তেজনায় কাঁপছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম, ডেলানি লাউঞ্জের আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘরের দিকে চেয়ার চালিয়ে যাচ্ছেন। টের পেলাম যে দরজাটা সজোরে তিনি বন্ধ করে দিলেন।

রাত দুটোর সময় টর্চ জ্বালিয়ে দরজাটা খুললাম। কান পেতে রইলাম খানিকটা। সব নিস্তব্ধ। পা টিপে টিপে আমি লাউঞ্জে গেলাম। দরজাটা বন্ধ করে টি. ভি. সেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি করে আমি মেন সুইচের তারটা খুলে ফেললাম, সেটটার পেছনদিকের প্যানেলটা খুলে নিলাম। রিমোট কন্ট্রোলের তারটা এমনভাবে লাগালাম যাতে বর্ধিত কারেন্টটা সরাসরি কন্ট্রোল নবে চলে যায়।

মেন লাইনে টাইমসুইচ ক্লকটা লাগিয়ে সেটটার পিছনে আড়াল করে রেখে দিলাম।

সমস্ত জিনিসটা একবার মিলিয়ে নিলাম। ব্যাপারটা খুবই সহজ। টাইম ক্লকে দশটা বাজতে কুড়ি না হওয়া পর্যন্ত রিমোট কন্ট্রোল মারাত্মক হয়ে উঠবে না। সেই সময়ে ডেলানি ওটাকে ছুঁলে বর্ধিত কারেন্টের পুরো ধাক্কাটাই লাগবে।

ঐ টাইম ক্লকটাই গিল্ডাকে আড়াল করবে। দশটা বাজতে কুড়ির আগে কিছুই হচ্ছে না। ততক্ষণে গিল্ডা গ্লীন ক্যাম্পে চলে যাবে। যদি সে না যায়, আমি এসে কন্ট্রোল সুইচটা সামলে দিতে পারবো।

সব ঠিক আছে। এখন সমস্তটাই নির্ভর করছে গিল্ডার সকালবেলা গ্লীন ক্যাম্পে যাওয়ার ওপর।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে লাউঞ্জের জানলা খুলে বেরিয়ে এলাম। জানলাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় নেমে পড়লাম।

সামনে দীর্ঘ সময়

পরের দিন সকালে সাড়ে আটটায় আমি আমার টেলিফোন অপারেটরকে ডাকলাম, ডোরিস আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। প্রথমে আমি মিঃ হামিশের বাড়িতে যাবো। সাড়ে নটা নাগাদ পৌঁছব সেখানে। এর মধ্যে কিছু দরকার হলে আমাকে ওখানে সোয়া দশটা পর্যন্ত পাবে।

ডোরিসকে জানিয়ে রাখা দরকার যে আমি সাড়ে নটায় হামিশের বাড়িতে থাকছি। এটা নিশ্চিত যে ডেসি ফ্লিমটা শুরু হবার আগেই ডেলানি টি. ভি. চালাতে চেষ্টা করবেন। টাইম সুইচ ক্লকটা তখন সেটের মধ্যে কারেন্ট খেতে দেবে না, ফলে সেট চলবে না। উনি ভাববেন খারাপ হয়ে গেছে, আমাকে নিশ্চয় ডাকবেন। ডোরিস খবরটা পেয়ে হামিশের বাড়িতে আমাকে খবর দেবে। আমি হামিশকে বলবো যে ডেলানি আমাকে যেতে বলেছেন। এতে আমি সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারবো যে কেন আমাকে ব্লু-জয় কেবিনে যেতে হয়েছিল। এবং সেইজন্য আমি-ই প্রথম ব্যক্তি যে ডেলানির মৃতদেহ দেখতে পাবো। ডাঃ ম্যালার্ড আর শেরিফকে ডাকার আগে আমাকেই প্রথম ঘটনাস্থলে হাজির হতে হবে।

পাহাড়ী পথটায় জোরে গাড়ি চালিয়ে আমি সেই জায়গাটায় পৌঁছে গেলাম, যেখান থেকে ডেলানির বাড়িটা দেখা যায়। ঘড়িতে তখননটা বাজতে দশ। দূরে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গিল্ডা কি গ্লীন ক্যাম্পে যাবে? না কি রিমোট কন্ট্রোল সুইচ সামলাবার জন্য আমাকে পাগলের মত দৌড়ে ঐ বাড়িতে যেতে হবে? মিনিট সাতেক লাগবে আমার ওখানে পৌঁছতে, নটা কুড়ি পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারি তার বেশি নয়।

গাড়িতে বসে আছি হঠাৎ দেখলাম গিল্ডা গ্যারেজের দিকে চলেছে। কোন সন্দেহ রইলো না যে গিল্ডা গ্রীন ক্যাম্পে গেল, যেমন প্রতি শুক্রবার যায়, দুপুরের আগে ফিরবে না।

বাড়িটার দিকে তাকালাম। এখন সোয়া নটা, আধঘন্টার মধ্যেই উনি মারা যাবেন। হামিশের বাড়ি যেতে যেতে আমি ডেলানির কথাই ভাবছিলাম। কি জানি এখন উনি কি করছেন।

সাড়ে নটা বাজতে মিনিট দুই বাকি আমি হামিশের বাড়ি গেলাম। হামিশ চেয়ারে বসে আছেন কানে রিসিভার। আমাকে দেখে মাথা নাড়লেন। এই যে উনি এসেছেন, আপনি ধরুন, তারপরে আমাকে বললেন, মিঃ রেগান, আপনার ফোন।

বুঝতে পারলাম ডোরিস ফোন করছে, আমি বললাম, ডোরিস বলছে? এক ধাক্কায় সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

টেরি, আমি কথা বলছি।

গিল্ডা? কোথা থেকে বলছো?

আমি তোমার বাড়ি থেকে বলছি, টেরি, আমি ওকে চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে এসেছি।

আমার মনে হলো কেউ যেন আমার হৃদপিণ্ডে গুলি করেছে।

ছেড়ে এসেছ? কি বলছো তুমি? তুমি তো ছাড়তে পারবে না বলেছিলে।

কাল রাত্তিরে আমাদের মধ্যে দারুণ কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আজ সকালেও হয়েছে একবার। টেরি, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। একেবারে চলে এসেছি আমি, তোমার সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো বলে এসেছি। আমি ডিভোর্স নেবো।

আমি প্রায় কিছুই শুনছিলাম না। যখন ও চলেই এসেছে তখন আর ডেলানির মরবার কোনো কারণ নেই। ঘড়িটা দেখলাম। খুন করার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আর দু মিনিট আছে।

গিল্ডা, তুমি অপেক্ষা করো, এখন কথা বলতে পারছি না। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি তোমার কাছে যাবো।

আমি লাইন কেটে দিলাম। তারপরে প্রাণপণে ডেলানির নম্বর ঘোরালাম। হাত দুটো ঘামে ভিজে গিয়েছে। কানে রিসিভার ধরে রইলাম আমি। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে আমার। ওদিকে রিং, বেজে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছিলাম বুঝতে পারলাম খুব দেরী হয়ে গেছে।

ঘড়িতে পৌনে দশটা বাজা পর্যন্ত টেলিফোন ধরে রইলাম আমি। তারপরে খুব ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

এতক্ষণে ডেলানি মারা গিয়েছেন, আর আমিই ওঁকে মেরেছি। ওঁর মরবার কোনো দরকার ছিল না। গিল্ডা কেবল ওঁকে ত্যাগ করে এসেই মুক্তি পেয়ে গিয়েছে।

যাই হোক, এখন নিজের কথা ভাবা প্রয়োজন। মন আমার আতঙ্কে ভরে গৈলো।

হামিশকে আসতে দেখে আমি নিজেকে সহজ রাখার চেষ্টা করলাম। রেডিওগ্রামটায় আমার আনা গ্যাজেটটা লাগিয়ে দিলাম।

উনি বললেন, আমি এই রকমই একটা চাইছিলাম।

প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে আমি ওঁকে গ্যাজেটটার সব কিছু বোঝালাম। নিজেই ঠিক করতে পারছিলাম না যে আমি কি বলছি। কিন্তু হামিশের জিনিসটা এতো ভালো লেগেছিল যে উনি কিছুই নজর করেন নি।

খুব ভালো, আমি এখুনি একটা চেক লিখে দিচ্ছি।

আমার হঠাৎ মনে পড়লো ডেলানি ডোরিসকে ফোন করেন নি। হামিশকে বলতে হবে যে আমি ডেলানির ওখানে যাবো, কোনো তদন্ত হলে আমি কেন প্রথমে ওর মৃতদেহ দেখতে পেলাম তার একটা কারণ দেখাতে হবে।

যদিও মনে হয় না, তবু ডোরিস হয়তো আমাকে ডাকতে ভুলে গিয়েছে।

আমি খুবই বিপদে পড়লাম। যদি ডেলানি মারা গিয়ে থাকেন, তবে ওঁর বাড়িতে যেতে আমার সাহস হচ্ছে না। আর যদি উনি বেঁচে থাকেন তাহলে ঐ রিমোট কন্ট্রোল যাতে না ছুঁয়ে ফেলেন তার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।

আমি আর দাঁড়ালাম না। হামিশ চেক লিখে দিয়েছিলেন। আমি ডেলানিকে ফোন করলাম। কয়েক সেকেন্ড ধরে টেলিফোনটা বাজছে শুনে ছেড়ে দিলাম।

হামিশ চেকটা আমাকে দিলেন। সেটা পকেটে পুরে নিয়ে বললাম, আমাকে একবার ডেলানির বাড়িতে যেতে হবে। ওঁর জন্য একটা সেট বানিয়ে দিয়েছি। কেমন চলছে একটু দেখতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকালাম এগারোটা বাজতে কুড়ি।

বিদায় নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। গাড়িটা খুব জোরে চালাই নি। নার্ভের ওপরে চাপ পড়ছিল। স্টিয়ারিং চেপে ধরেছিলাম। ওখানে কি দেখবো জানি না। উনি কি বেঁচে আছেন?

যা কোনদিন করিনি তাই করলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম আমি। যেন বাড়িতে ঢুকে দেখতে পাই ডেলানি বেঁচে আছেন।

ব্লু-জয় কেবিনের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাচ্ছি যখন, মেল ভ্যান এসে পাশে দাঁড়ালো। হ্যাঁঙ্ক ফ্লেচার–গ্রীন ক্যাম্পের পিওন খুশি হয়ে হাসলো, জানলা দিয়ে দুটো চিঠি বাড়িয়ে ধরলো।

মিঃ ডেলানির কাছে যাচ্ছেন? এ দুটো নিয়ে যাবেন? আমাকে আর তাহলে ঢুকতে হয় না।

এটা একদিক থেকে ভালোই হলো। আমি ঠিক কটার সময় এখানে এসেছি, আর একজন সাক্ষী পাওয়া গেল।

দুটো চিঠিই ডেলানির, সে দুটো পকেটে রেখে গেটটা খুলে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলাম। বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে উঠলো। ডেলানি কি মারা গিয়েছেন? আমি কি ওঁকে খুন করলাম? গাড়ি থেকে নেমে নিস্তব্ধ বারান্দার দিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। লাউঞ্জের দরজাটা খোলা, একটু থামলাম। ভেতরে টেলিভিশন পর্দাটা একটা ধবধবে চোখের মতো তাকিয়ে রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম, ডেলানি মাটিতে পড়ে আছেন, মুখটা দুহাতে ঢাকা, মারা না গেলে কেউ ওভাবে পড়ে থাকতে পারে না। শরীরে একটা বীভৎস কাঠিন্য দেখেই বোঝা যাচ্ছে, উনি মারা গেছেন। মনে মনে ভাবলাম আমিই এর জন্য দায়ী। আমিই ওঁকে খুন করেছি।

ধীর পায়ে লাউঞ্জে ঢুকলাম। এখন আমার বিপদটা অনুভব করতে পারলাম। যদি একটা কিছু ভুল হয় তবে আমাকেও মরতে হবে। আমি জানি এখন প্ল্যান অনুযায়ী চলতে হবে। কেবল এক এক করে সব কিছু করে যেতে হবে। তাহলেই আমি নিরাপদ।

মেন সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে প্লাগটা খুলে দিলাম। নীচু হয়ে ডেলানির ঘাড়ে আমি হাত রাখলাম। আঙুলে ওঁর ঠাণ্ডা চামড়া ছুঁয়েই বুঝলাম যে উনি মারা গেছেন। বারান্দার

দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। টি. ভি. সেটের পেছনের প্যানেলটা খুলে ফেললাম। টাইম সুইচ কুকটা বার করে দিয়ে রিমোট কন্ট্রোলের তারটা খুলে ফেললাম। তারপর আবার ঠিক জায়গা মতো বসিয়ে দিলাম সব।

কাজটা পাঁচ মিনিটেই হয়ে গেল। ক্লকটা নিয়ে গাড়িতে সিটের তলায় রেখে এলাম। মেন্ লাইনের তারটা বদলে আগের রাত্রের মতো করে দিলাম।

একটা কোনো খুচরো যন্ত্রের বাক্স, চাই, আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলাম। পেয়ে গেলাম একটা, দুটো স্ক্রু-ড্রাইভার ছিল তাতে, একটা পুরোপুরি ইস্পাতের। সেইটাই নিয়ে এসে ডেলানির হাতের কাছে ফেলে রাখলাম।

রিমোট কন্ট্রোল সুইচের রবারের ঢাকনাগুলো পরিয়ে দিলাম আবার। টি. ভি. সেটটা ঘুরিয়ে বসালাম যাতে পেছনের খোলা দিকটা ডেলানির শরীরের দিকে থাকে।

দুরে সরে এসে সবটা দেখলাম। সব ঠিকই আছে কেবল একটা খালি গ্লাস ডেলানির পাশে কার্পেটের ওপর গড়াচ্ছে। মনে হলো এটা ঠিক মানাচ্ছে না। হয়তো মরবার আগে ডেলানি মদ খাচ্ছিলেন। গ্লাসটা তুলে নিলাম। তদন্তে কোনো ঝামেলা হয় এটা আমি চাই না। ব্যাপারটা যতটা পারা যায় স্বাভাবিক করে রাখাই ভালো। জো স্ট্রংগার যদি সন্দেহ করে যে ডেলানি মাতাল হয়েছিলেন তাহলে সে হয়তো অনেক বেশি করে খোঁজ খবর করবে। গ্লাসটা রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখলাম। একটা কাপড় দিয়ে ধরে রেখেছিলাম পাছে আমার আঙুলের ছাপ না পড়ে যায়। কাবার্ডে গেলাসটা রেখে দিলাম।

লাউঞ্জে ফিরে এলাম। সমস্ত কিছু সাজাতে দশ মিনিট লেগেছে।

এখন শেরিফ জেফারসনকে খবর দেওয়া যেতে পারে।

টেলিফোন তোলার আগে আমি আর একবার চারিদিকে দেখে নিলাম। সবটা বিশ্বাসযোগ্য লাগছে কি না। ডেলানি টি. ভি.র সামনে পড়ে আছেন, সেটটার পেছনটা ভোলা ওঁর দিকেই ফেরানো। হাতের কাছে স্ক্রু-ড্রাইভার, কেউ দেখলে এই কথাই ভাববে যে উনি সেটটার কোনো মেরামতি করতে গিয়েই শক খেয়েছেন।

এই ধরনের ব্যাপার আগেও অনেক ঘটেছে। মাঝে মাঝেই কাগজে বের হতে যে কেউ এরকম চালু অবস্থায় টি. ভি. সেট সারাতে গিয়ে মরেছে।

টেলিফোন তুলতে গিয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো সেটটার তো কোন গোলমাল নেই। আমি প্রায় একটা ভুল করে ফেলছিলাম। কোনো দোষ না থাকলে ডেলানি একে সারাবার চেষ্টা করতে যাবেন কেন? কোনোরকম তদন্ত হলে সেটটা চালিয়ে যদি দেখা যায় যে এটা ঠিকমত কাজ করছে তাহলে পুলিশ তখনই সন্দেহ করবে।

আমার যন্ত্রের বাক্স থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার নিলাম, এটার গায়ে রবার জড়ানো। সেটটা খুলে টার্মিনালে ভ্রু-ড্রাইভারের মুখটা ঠেকিয়ে দিলাম। একটা ঝলকানি দেখা গেল, কটা ভাল্ভ পুড়ে গেল, ধোঁয়া বের হলো একটু।

টেলিফোন তুলে শেরিফ জেফারসনকে ডাকলাম। শেরিফ? কণ্ঠস্বরে জরুরী ভাব আনবার জন্য চেষ্টা করতে হলো না। এতক্ষণে ব্যাপারটা আমাকে যথেষ্ট ধাক্কা দিয়েছে, ভেতরে

ভেতরে বেশ খারাপ লাগছে। টেরি রেগান বলছি। আপনি এখনই একবার ব্লু-জয় কেবিনে চলে আসুন। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ডেলানি মারা গেছেন।

তাই নাকি! ওঁর গলার স্বরটা শান্ত। আমি এখনই যাচ্ছি।

ডাক্তারকে নিয়ে আসবেন।

ও এখানেই আছে, দুজনেই যাচ্ছি। টেলিফোন ছেড়ে দিলেন, ওঁর এখানে আসতে আধঘণ্টা লাগবে।

আমি একটু সময় পেলাম। গিল্ডার কথাই মনে হলো।

আমার হঠাৎ মনে হলো যে, যদি কোনো গোলমাল হয় পুলিশ যদি জানতে চায় ডেলানির মৃত্যুর সময় থেকে গিল্ডা কোথায় ছিল। পুলিশ সন্দেহ করবে আমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপার আছে। ওরা তাহলে হত্যার মোটিভটা আন্দাজ করবে। গিল্ডা আমার ঘরে দেড় ঘণ্টা হলো অপেক্ষা করছে।

গিল্ডার জন্য একটা অ্যালিবাই বানাতে হবে আমায়। কিন্তু প্রথমে ওকে গ্লীন ক্যাম্পে পাঠানো দরকার। আমি বাড়িতে ফোন করলাম। গিলা ধরলো।

আমি বললাম, যা যা বলছি কোনো প্রশ্ন না করে ঠিক ঠিক ভাবে সেগুলো করে যাও। খুব জরুরী।

নিশ্চয় করবো টেরি। কোনোরকম গোলমাল হয়েছে নাকি?

আমি চাই তুমি এখনই গ্লীন ক্যাম্পে চলে যাও। রাস্তা দিয়ে যাবেনা লেকের পাশ দিয়ে যাবে। পথে জেফারসনের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাক, এটা আমি চাই না। সেখানে গিয়ে যেমন হপ্তা শেষে কেনাকাটা করো, তাই করবে। সাড়ে বারোটার আগে আসার দরকার নেই। বুঝেছো?

কিন্তু টেরি, কেন? আমার কোনো কেনাকাটা করবার নেই। আজ বিকেলে আমি লস্ এঞ্জেলসে যাবো।

গিল্ডা! দোহাই! এটা খুব জরুরী! একটা বিপজ্জনক কিছু ঘটেছে। প্রশ্ন না করে যা বলছি তাই করো। তোমার ফেরার পথে মোড়ের মাথায় পৌনে একটার সময় আমি দেখা করবো, তখন তোমায় সব বলবো। সঙ্গে তোমার মালপত্র নিয়েছ নাকি?

হ্যাঁ

ওগুলো যেন দেখা না যায়। গাড়ির পেছনে ঢুকিয়ে দাও। কেউ যেন জানতে না পারে যে তুমি ডেলানিকে ছেড়ে গেছ। যখন দেখা হবে সব বুঝিয়ে বলবো।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। নার্ভগুলো যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। মিনিট কুড়ি ধরে সিগারেট খেতে খেতে মনটাকে হালকা করতে লাগলাম।

এমন সময় শেরিফের গাড়ির শব্দ পেলাম আমি।

জেফারসন আর ডাঃ ম্যালার্ড সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন।

ডাক্তারকে খুব বৃদ্ধ ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। একটা কালো ফ্রক কোট, কালো প্যান্ট পরনে, প্যান্টের নীচের দিকটা রাইডিং বুটের মধ্যে ঢোকানো।

জেফারসন জানতে চাইলেন, মিসেস ডেলানি বাড়ি আছেন কিনা।

না। উনি বোধহয় গ্লীন ক্যাম্পে কেনাকাটা করতে গেছেন।

আমি ওদের লাউঞ্জের দিকে নিয়ে গেলাম।

আমি যখন দেখি তখন ঠিক এইভাবেই উনি পড়েছিলেন। মনে হচ্ছে উনি সেটটার কিছু করতে গিয়েছিলেন, কোথাও খুঁয়ে ফেলে শক্ খেয়েছেন। উনি নিশ্চয়ই খুব অসাবধান হয়ে কাজ করছিলেন। যে স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়েছিলেন সেটায় কোনো রবারের ঢাকনা ছিল না। ওটা ওঁর হাতের কাছেই পড়েছিল।

ডাক্তার ভালো ভাবে ডেলানির দেহটা দেখতে লাগলেন। প্রায় তিনঘণ্টা হলো শেষ হয়েছেন। রাইগার মর্টিশ অনেকদূরে ছড়িয়েছে। দেহটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো।

ডেলানির মুখে নীল ছোপ ধরেছে। চোখ দুটো ঘোলাটে, ঠোঁটে যন্ত্রণার চিহ্ন, বীভৎস দেখাচ্ছে।

ডাক্তার বললেন, শক খেয়ে মারা গেছেন। কোনো সন্দেহ নেই। নীল ছোপটা একটা নিশ্চিত চিহ্ন। চেয়ারটার পুরোটা ধাতব। সারা শরীরে শকটা সমানভাবে ছড়িয়ে গেছে।

জেফারসন টি. ভি. সেটটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগলেন। উনি আমার কাছে জানতে চাইলেন কি করে ব্যাপারটা হলো? আমি বললাম, আপনি যদি ইস্পাতের স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে টি.ভিতে কাজ করতে যান, তাহলে বিপদ হবেই। কোথাও ছুঁয়ে ফেললেই সর্বনাশ।

সেটটায় কি কোনো গোলমাল ছিল?

এখানে একটা তার খোলা দেখছি। আমারই বানিয়ে রাখা ঢিলে করা তারটা দেখালাম।

জেফারসন আর ডাক্তার ভেতরটায় উঁকি দিলেন।

কি করে ঢিলে হলো এরকম, তুমি কিছু বুঝতে পারছ? জেফারসন জিজ্ঞেস করলেন।

জোড়টা খুলে গিয়েছিল। ডেলানি খুব তাড়া দিচ্ছিলেন, আমি এটা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী করে দিয়েছিলাম। উনি ডেম্পসির মারপিটের ছবিটা দেখতে চেয়েছিলেন। আমার মনে হয় সেটটা চলছে না দেখে উনি আমায় না ডেকে নিজেই ঠিক করতে গিয়েছিলেন। তার ফলেই এরকম হয়েছে।

উনি যদি তোমায় না ডাকেন তবে তুমি এখানে কেন এসেছিলে?

আমি বললাম, সেটটা ডেলিভারী দেওয়ার পর, এ পর্যন্ত আমি এটা দেখতে আসিনি, হামিশের বাড়িতে এসেছিলাম, ফিরে যাবার পথে ভাবলাম একবার দেখে যাই, উনি ঠিকমতো কাজ পাচ্ছেন কিনা। এসে ওঁকে এইভাবে দেখলাম।

জেফারসন দেহটার কাছে এগিয়ে গেলেন, অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিতে হবে। মিসেস ডেলানি আসার আগেই একে সরিয়ে ফেলা দরকার।

শেরিফ আমাকে যদি দরকার না হয়, আমি গ্লীন ক্যাম্পে গিয়ে মিসেস ডেলানিকে খবরটা দিতে পারি। আমি বললাম।

তাই করো। উনি খুব আঘাত পাবেন। অ্যাম্বুলেন্স চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওঁকে আটকে রাখো। ওঁকে বোলো, আমি এখানেই কিছুক্ষণ থাকবো। ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলবো। একটা তদন্ত হবে, তবে ঝামেলার কিছু নেই।

আমি বেরিয়ে গেলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগলাম যে যদি একটা বিরাট ভুল না করে থাকি তাহলে এই খুনের দায়ে আমাকে কেউ জড়াতে পারবে না।

গিল্ডা মোড়ের মাথায় আমার জন্য দাঁড়িয়েছিল ওর মুখটা বিবর্ণ ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

কি ব্যাপার টেরি?

গিল্ডা একটা খারাপ খবর আছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ওর চোখ দুটো আতঙ্কে কালো হয়ে গেলো।

জ্যাকের কিছু হয়েছে?

আমি ওর হাত দুটো ধরে বললাম, উনি মারা গেছেন।

গিল্ডা চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো, সাদা হয়ে গেল মুখটা। একটু পরেই চোখ খুলে বললো, দুর্ঘটনা? তার মানে? কি হয়েছিল?

উনি শক্ খেয়ে মারা গেছেন। শেরিফ জেফারসন আর ডাঃ ম্যালার্ড ওখানেই আছেন।

শক খেয়েছে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

দূর থেকে একটা সাইরেনের শব্দ কাছে আসছে শুনে দুজনেই শক্ত হয়ে গেলাম। প্লীন ক্যাম্প অ্যাম্বুলেন্সটা আমাদের পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো চলে গেল। বুইকের দরজা খুলে আমি ভেতরে ঢুকে গিল্ডার পাশে বসলাম।

টি. ভি. সেটটার একটা তার খুলে গিয়েছিল, আমি বললাম।

ওঁর ডেম্পসির মারপিঠের ছবিটা দেখার খুব আগ্রহ ছিল। যখন দেখেছেন যে টি. ভি. কাজ করছেনা, নিজেই নিশ্চয় কিছু ঠিক করতে গিয়েছিলেন। তাতেই প্রচণ্ড শক খেয়েছেন। চেয়ারটাও ধাতব ছিল, কোনো কিছু করার ছিল না।

গিল্ডা হঠাৎ মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে দিল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পরে ও সামলে নিয়ে বললো, তুমি এসব জানলে কি করে? তুমি তো তখন ওখানে ছিলে না।

নিশ্চয়ই ছিলাম না। আমি মিঃ হামিশের বাড়িতে ছিলাম, ফেরার পথে তোমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে আসতে হয়, সেটা কি রকম চলছে দেখার জন্য ঢুকেছিলাম, তখন দেখতে পেলাম...।

গিল্ডা চোখ মুছতে মুছতে বললো, যখন তুমি জানতে যে আমি ওকে ত্যাগ করে এসেছি আর তোমার জন্য অপেক্ষা করছি তারপরও তুমি ওখানে গিয়েছিলে?

সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকাতে আমার অস্বস্তি হতে লাগলো। গিল্ডা আমি তাকে সেটটা বিক্রী করেছি কিন্তু এখনও দাম পাইনি। আমার এতে অনেক টাকা লেগেছিল।

তুমি ভেতরে গিয়ে ওকে দেখতে পেলে?

হ্যাঁ, এখন গিল্ডা, ওরা যেন জানতে না পারে যে, তুমি জ্যাককে ছেড়ে চলে আসছিলে। এই জন্যই আমি তোমাকে গ্লীন ক্যাম্পে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে কেনাকাটা করতে বলেছিলাম।

কিন্তু আমি ওকে ছেড়ে যাচ্ছিলাম এটা না জানাবার কারণ কি?

একটা তদন্ত হবে, করোনার নানা প্রশ্ন করবেন। যদি জানাজানি হয় তুমি ওকে ছেড়ে যাচ্ছিলে, তাহলে নানারকম কথা উঠবে। এটা ঝামেলার ব্যাপার হতে পারে গিল্ডা। তুমি জানো না, এ জায়গাটায় কি রকম কেচ্ছা রটে! এমন কি ওরা ভাবতে পারে যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। যদি এটা জানাজানি হয় যে, আমার জন্য তুমি আমার বাড়িতে

গিয়েছিলে, আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে, সবাই আমাদের জড়িয়ে গল্প ফাঁদবে, বুঝতে পারছ তো?

গিল্ডা বললো, আমার মনে হয় ও আত্মহত্যাই করেছে। কালরাত্রে আমাদের দারুণ ঝগড়া হয়েছিল, আবার আজ সকালেও আমি ওকে বলেছিলাম যে আমি ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হয়তো সেটাই আমার দোষ। আমার জন্যেই এরকম হলো। তুমি যদি তখন ওর মুখটা দেখতে...

ওসব ছাড়ো। এটা একটা দুর্ঘটনা। সেটটা চালু করতে গিয়েছিলেন, এমন কিছু ছুঁয়ে ফেলেছিলেন, যাতে শক্ খেয়েছেন। একটা ইস্পাতের স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়েছিলেন, চেয়ারটাও ইস্পাতের...।

এছাড়া পেছনের সেটটা তিনি খুলে ফেলেছিলেন, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার তখন তার হাতে ছিল,

গিল্ডার ভুরু কুঁচকে উঠলো। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ও তো হাতের কাজ কিছু করতো না। কখনো ও এসব মেরামতের কাজে হাত দিত না। সেটটা মেরামত করার কথা ও চিন্তাও করতে পারে না।

একথাটা আমি ভেবে দেখিনি, তদন্তের সময়ে একথা বললে, করোনারের সন্দেহ হতে পারে। আমি বললাম, কদিন আগে একটা ছবি দেখার জন্য উনি পাগল হয়েছিলেন। আমাকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন সেটটা কি করে অ্যাডজাস্টকরতে হয়। তুমি

তো জানই মারপিটের ব্যাপারে উনি কেমন আগ্রহী। ছবিটা হচ্ছে না দেখে, পেছনটা খুলে উনি তারটা লাগাবার চেষ্টা করতে গিয়ে শক্ খেয়েছেন।

গিল্ডার চোখে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করলো, ওর পাশে স্ক্রু-ড্রাইভার ছিল বললে না?

আমি ঘামতে শুরু করলাম। আমার মনে পড়লো যে যন্ত্রপাতির বাক্সটা স্টোরের ওপরের তাকে ছিল, তাকটা মাটি থেকে অন্ততঃ সাত ফিট উঁচুতে। ডেলানি চেয়ার থেকে নড়তেই পারেন না, তার পক্ষে এটা পেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়। একটা বিচ্ছিরি ভুল করে ফেলেছি।

একটু সামলে নিয়ে বললাম, গিল্ডা, এটাকে রহস্যময় করে তোলার চেষ্টা করো না। সেটটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। চারিদিকে খুঁজেছেন বাক্সটা, একটা লাঠি দিয়েও টেনে নামাতে পারেন। বাক্সটা মাটিতেই ছিল দেখেছি। তুমি ব্যাপারটা জটিল করে তুলছ। আমি বুঝতে পারলাম ও কিছুই শুনছে না। ও কি সন্দেহ করছে, যে আমিই তাকে খুন করেছি?

মনে মনে ভাবলাম, ব্যাপারটা একে একে জটিল হয়ে উঠছে। যদি আমি গিল্ডাকে বোঝাতে না পারি, আর ও যদি করোনারকে বলে যে ডেলানি আত্মহত্যা করেছে। এবং কাগজে বের হয়, তাহলে লস্ এঞ্জেলসের পুলিশ তদন্ত করতে আসবেই। উনি নেশা করেছিলেন। আমি দেখেছি ওঁর পাশে হুইস্কি আর গ্লাস ছিল। ঠিক আছে তোমার কথা অনুযায়ী উনি ভেঙে পড়েছিলেন, এবং বিচলিত হয়েছিলেন। টি. ভি. চালিয়ে তোমার

ব্যাপারে অন্যমনস্ক হতে চাইছিলেন। ওটা চলছে না দেখে রেগে গিয়েই হয়তো সারাতে গিয়েছিলেন। একজন অসুখী মাতালের পক্ষে যা করা সম্ভব তাই হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি না ও এরকম করতে পারে।

গিল্ডা এটা দুর্ঘটনা। তুমি যদি করোনারকে বলো উনি আত্মহত্যা করেছেন, খবরের কাগজে বেরোবে সেটা, তোমাকে আমাকে নিয়ে কেচ্ছা রটবে, আমাদের জীবন বরবাদ হয়ে যাবে।

ঠিক আছে টেরি, ও যেন হঠাৎ ব্যাপারটা ছেড়ে দিল। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তবু মনে হয় না কিছু যায় আসে, ও মারা গেছে, আমি স্বাধীন, এটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

গিল্ডা আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই, সাবধান হতে হবে। এখন যা বলবো একটু পাগলামো মনে হলেও শোনো। তদন্ত হবে একটা, আমরা যে প্রেমিক প্রেমিকা এটা যেন কেউ না জানে। তাহলে আমরা মুস্কিলে পড়ে যাবো। পুলিশ হয়তো জানতে চাইবে, ওই সময়ে তুমি কোথায় ছিলে, তুমি যে ওই সময় আমার বাড়িতে ছিলে এটা বলা খুব ভুল হবে। তুমি বলবে যে তুমি নটার সময় যেমন গ্লীন ক্যাম্পে যাও, তেমনি গিয়েছিলে, লেক রোড দিয়ে গিয়েছে। পথে টায়ার ফেটেছিল। টায়ার বদলাতে অনেক সময় লেগেছে সাড়ে এগারোটার আগে তুমি গ্রীন ক্যাম্পে পৌঁছতে পারেনি।

আমি লক্ষ্য করলাম সে শক্ত হয়ে গেল। আমার দিকে বিব্রত হয়ে তাকালো।

কিন্তু এ কথা কি করে বলবো এ তো সত্যি নয়।

আমি যতোটা সম্ভব গলার স্বর সংযত করে বললাম, ওরা যদি জানতে না চায় তবে কিছু বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু যদি জানতে চায় তবে এই গল্পটাই তোমাকে বলতে হবে। না হলে আমাদের দুজনেরই বিপদ। আমি তোমার স্পেয়ার টায়ারটা ফাঁসিয়ে দিচ্ছি, যদি ওরা দেখতে চায়–

টেরি গিল্ডা আমার হাত চেপে ধরলো, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? এমন করছে যেন আমি কোন অন্যায় করেছি।

শুধু তুমি একা নও, আমিও, আমরা দুজনেই ভুল করেছি। আমরা ভালোবেসেছি গি। তুমি, কি বুঝছে না যে, লোকের সহানুভূতি হবে একজন পর ওপরেই। উনি মারা যাবার আগে আমরা প্রেমে পড়েছি একথা যদি ছড়িয়ে যায়, কেউ কি আমাদের জন্য সহানুভূতি দেখাবে? সব কাগজের প্রথম পাতায় আমাদের কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই গিল্ডা তাই যা বলছি তাই তোমাকে করতে হবে।

ঠিক আছে, তাই হবে, আমি এখন ঠিকমতো ভাবতে পারছি না, কিন্তু তুমি যা বলছে তাই হবে।

বুইক থেকে বেরিয়ে পেছনে স্পেয়ার টায়ারটা পরীক্ষা করলাম তারপর সেটাকে অকেজো করলাম। আমি গিল্ডাকে জানিয়ে দিলাম যে, এখন থেকে তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পরস্পরের দেখা না হওয়াই ভালো। তদন্তের পরে তুমি লস এঞ্জেলসে যাবে। সেখানে ঘর ভাড়া নেবে। আমি তোমার সঙ্গে ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারবো। তারপরে কয়েকমাস বাদে বিয়ে করবো। এখান থেকে আমরা চলে যাবো। তোমার কাছে

ওর টাকা থাকবে। আমরা দোকানকরবো। তুমি এখন স্বাধীন, কিছুদিন বাদেই আমরা মিলিত হবো। ওর হাতে আমি হাত রাখলাম।

একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল, আমরা দুজনেই দুজনের দিকে তাকালাম। দুজনেরই খুব খারাপ লাগলো। আমরা বুঝতে পারলাম অ্যাম্বুলেন্সে কি আছে।

ওখানে যাও গিল্ডা, আমি বললাম, জেফারসন অপেক্ষা করছেন। চিন্তা করোনা। একবার তদন্ত শেষ হলে চিরদিন আমরা একসঙ্গে থাকব।

মনে মনে বললাম চিরদিন মানে একটা সুদীর্ঘ সময়।

মৃত্যুটা ইনসিওর করা ছিল

বিকেলে বাড়ি ফিরে বারান্দায় বসে ছিলাম হাতে ইস্কির গ্লাস নিয়ে। মনে মনে ভাবছিলাম আমি একজনকে খুন করেছি। যদিও জানি যে প্ল্যানটার মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল না, তবু আমার মনে হচ্ছিল যদি কোনো ভুল করে থাকি তাহলে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যাবো।

একটা গাড়ি এসে দরজার কাছেদাঁড়ালো। শেরিফ জেফারসন গাড়ি থেকে নেমে আমার কাছে এলেন। ওঁকে খুব ক্লান্ত এবং উদ্বিগ্ন লাগছিল।

আমি দুটো হুইস্কি ঢেলে ওঁকে এক গ্লাস দিলাম।

তদন্তের ব্যবস্থা করেছি। জো পরশু থেকে ছুটিতে যাবে, তাই তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। কালকেই করবো। তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

ঠিক আছে। আমি হাত দেখিয়ে চেয়ারে বসতে বললাম।

উনি বললেন, আমি প্রকৃত তথ্যগুলো সোজাসুজি জানতে চাই। ডাক্তার বলছে এটা দুর্ঘটনা, তোমার কি মনে হয়? আমার শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল।

আর কিছু হতে পারে না, আমি বললাম, এটা নেহাৎই দুর্ঘটনা।

উনি বললেন, এটা দুর্ঘটনা বলেই আমার মনে হচ্ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত মিসেস ডেলানি ওঁকে ত্যাগ করে যাবার মতলব করেছিলেন। আমি একজন বাতিকগ্রস্ত পুরোনো পাপী। অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি চারিদিকে ঘুরে দেখছিলাম। মিসেস ডেলানি সমস্ত কাপড় জামা নিয়ে গিয়েছেন। আমার মনে হয় উনি যখন সকালের দিকে বেরিয়েছেন তখন আর ফিরবেন না বলেই বেরিয়েছেন।

অনেকক্ষণ ধরে আমি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, দুর্ঘটনায় হোক বা আত্মহত্যা করেই হোক যেভাবেই উনি মারা গিয়ে থাকুন তাতে কিছু যায় আসে না। জিনিসটা জটিল করে কোনো লাভ নেই। যদি উনি আত্মহত্যাই করে থাকেন তাহলে মিসেস ডেলানির পক্ষে তাতে অসুবিধা বাড়বে। আপনি বুঝতে পারছেন যে লোকে কত কি বলবে। কেন ওঁকে আরো কঠিন অবস্থায় ফেলবেন?

জেফারসন পাইপে ধোঁয়া ছাড়লেন।

আমি সবই জানি কিন্তু আমার কর্তব্য, ব্যাপারটার রেকর্ড পরিষ্কার রাখা। মিসেস ডেলানির মুখে চোট লাগলো কেমন করে? আমার মনে হয় কেউ খুব জোরে ওকে মেরেছিল, এবং সে ওঁর স্বামী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। এতেই মনে হয় ওদের বনিবনা ছিল না। এটা এমন ব্যাপার যে অনুসন্ধান করা উচিৎ। বুজ পারবে খুব তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান করতে।

আমি বললাম, আপনি এখানকার ভারপ্রাপ্তকর্তা। আমার মনে হয় আপনি ব্যাপারটা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করছেন। আপনি কি সত্যিই মনে করেন, কেউ টি. ভি. সেটে স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে মরতে যায়? ডাক্তারের মতো আমিও নিশ্চিত যে এটা একটা দুর্ঘটনা।

উনি একটু ভাবলেন তারপর বললেন, মেয়েটাকে আমি পছন্দ করি। ওকে ঝামেলায় ফেলার মানে হয় না। যদি মিসেস ডেলানি স্বামীকে ছেড়ে গিয়েও থাকেন উনি পরে মত বদলে ছিলেন। এটা ওঁর স্বপক্ষে যাবে।

আমার সঙ্গে ওঁর মোড়ের মাথায় দেখা হয়েছিল। উনি ফিরেই আসছিলেন।

জেফারসন উঠে দাঁড়ালেন। ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

আমি এবার যাই। তুমি তদন্তের সময় এসো বেলা এগারটায়।

আমি যাবো।

আমরা গোধূলির আলোয় বাইরে বেরিয়ে এলাম। উনি চলে যাবার পর আমি ঘরে ফিরে গেলাম।

গিল্ডাকে টেলিফোন করতে ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু সেটা নিরাপদ হবে না। সামনে দীর্ঘ রাত। যেহেতু ডেলানির মৃত্যু আমার বিবেকে নাড়া দিচ্ছিল, সেজন্য আমার খুব ভয় করছিল।

গ্লীন ক্যাম্পে রিক্রিয়েশন হলে তদন্তটা হলো। জনা বারো লোক ভেতরে বসে ছিল। গ্লীন ক্যাম্পে ডেলানিকে বিশেষ কেউ চিনত না। তার মৃত্যুর ব্যাপারে কারুর আগ্রহও ছিল না।

এগারোটা বাজতে পাচে আমি হলে ঢুকলাম। গিল্ডা এলো মিনিট খানেক পরে। ওর সঙ্গে একজন সুবেশ যুবক, আমি আগে ওকে দেখিনি। গিল্ডা এগিয়ে এসে যুবকটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ওর নাম জর্জ ম্যাকলিন, ডেলানির অ্যাটর্নী, লস এঞ্জেলস থেকে এসেছে। ম্যাকলিন আমার সঙ্গে করমর্দন করলো।

এগারোটায় জেফারসন আর ম্যালার্ড এলেন। ওঁরা গিল্ডার সঙ্গে করমর্দন করলেন। ম্যাকলিনকে আর আমাকে দেখে মাথা নাড়লেন, তারপর বসে পড়লেন।

করোনার জো স্ট্রিংগার এসে ঘরের মাঝখানে টেবিলের পেছনে বসলেন। ছোটখাটো মোটা মর্যাদাপূর্ণ চেহারা তেমন বুদ্ধিদীপ্ত নয়। স্ট্রিংগারের বয়স সত্তরের কাছে। উনিকাজ শুরু করলেন। জেফারসন সাক্ষী দিলেন, উনি ডেলানিকে টি. ভির সামনে কি ভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। উনি স্ট্রিংগারকে বললেন যে, এতে কোনো গোলমাল নেই, ডাক্তার এটা সমর্থন করবেন। স্ট্রিংগার ডাক্তারকে ডাকলেন।

ডাক্তার সাক্ষীর চেয়ারে বসলেন। উনি বললেন যে ডেলানি প্রচণ্ড শক খেয়ে মারা গেছেন। নিঃসন্দেহ এটা একটা দুর্ঘটনা। উনি উল্লেখ করলেন যে ডেলানি একটা পুরো ইস্পাতের চেয়ারে বসে ইস্পাতের স্ক্রু-ড্রাইভার ব্যবহার করেছিলেন। এই অবস্থায় স্ক্রু-

ড্রাইভারটা কোনো খোলা তারের সংস্পর্শে এলে এত প্রচণ্ড শক্ লাগবে যে, খুব স্বাস্থ্যবান লোকও মারা যাবে।

জো কিছু নোট করলেন, ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি আমাকে ডাকলেন।

প্রথমেই তিনি আমাকে যা বললেন, তাতে আমার তিনভাগ কাজ হয়ে গেল। মিঃ রেগান, আপনি কি বলতে পারেন কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো?

আমি স্ট্রিংগারের টেবিলে গিয়ে টি. ভি. সেটটা এঁকে বোঝালাম তারটা কিভাবে খুলে গিয়েছিল, স্ক্রু-ড্রাইভার ঠেকে গিয়ে কিভাবে শ লাগতে পারে। আমি এও বললাম ডেম্পসির ছবি দেখার জন্য ডেলানি কতটা উৎসুক ছিলেন। আসলে লোকে বুঝতেই পারে না, চালু টি. ভি. তে হাত দিলে কি বিপদ ঘটতে পারে। আসলে কথা হলো উনি লোহার চেয়ারে বসে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে কাজ করতে গিয়েছিলেন, যার জন্য বাঁচবার কোনো সুযোগ-ই ছিল না।

স্ট্রিংগারকে দেখে মনে হলো উনি আমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করেছেন। আমি যখন সীটে গিয়ে বসলাম, উনি তখন ম্যাকলিনকে জিজ্ঞেস করলেন তার কিছু বলার আছে কিনা।

জর্জ বললে সে কিছু বলতে চায় না, ঠিক আছে।

স্ট্রিংগার বললেন যে, দেখা যাচ্ছে ডেলানি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে রায় দিতে তার কোন দ্বিধা নেই। শেরিফ জেফারসন, ডাঃ ম্যালার্ড, ম্যাকলিন ও আমি গিল্ডার পেছন পেছন সবাই বাইরে এলাম প্রচণ্ড রোদের মধ্যে।

স্ট্রিংগার গিল্ডাকে সমবেদনা জানালেন। জেফারসন বললেন, যদি আমি কিছু করতে পারি, মিসেস ডেলানি আমাকে বলবেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হবো।

গিল্ডা তাকে ধন্যবাদ দিল। বলল যে ম্যাকলিনই সব কিছুর ব্যবস্থা করতে পারবে।

ওঁরা চলে যাবার পর শুধু গিল্ডা আর আমি একা রইলাম। এখন আমার মন থেকে সব ভয় চলে গিয়েছিল। যেমনটি হবে বলে আমার প্ল্যান ছিল, ঠিক তেমনি হয়েছে সব কিছু।

গিল্ডা আমাকে বললো, ঐ টি. ভি সেটটার তো দাম দেওয়া হয়নি, উনি দিয়েছিলেন কি? তুমি ওটা নিয়ে যেও।

ঠিক আছে পরশু এসে নিয়ে যাবো, আর কিছু?

সে মাথা নাড়লল, মিঃ ম্যাকলিন সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন।

আমি গিল্ডাকে বললাম, একমাস এখন আমাদের দুরে থাকতে হবে। আমার মনে হয় তোমার লস এঞ্জেলসের কোনো হোটেলে চলে যাওয়াই ভাল। মাস খানেক পর আমার এখানকার ব্যবসা গুটিয়ে তোমার কাছে চলে যাব। কোথাও চলে যাব আমরা নিউইয়র্ক বা আর কোথাও, নতুন করে শুরু করবো। আমি দোকান খুলবো। লস্ এঞ্জেলস থেকে আমায় চিঠি লিখো। টেলিফোন করো না।

তাহলে পরশু দেখা হচ্ছে। গিল্ডা রাস্তা পেরিয়ে বুইকটার কাছে গেল।

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে কটা কাগজ পকেটে ঠেকলো, দেখলাম দুটো চিঠি, যে দুটো পিওন আমায় ডেলানিকে দিতে বলেছিল, ভুলেই গিয়েছিলাম।

আমি ছুটে গিয়ে গিল্ডাকে চিঠি দুটো দিয়ে বললাম যে, কাল এসেছে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। গিল্ডা চলে গেল। একমাস অপেক্ষা করা কিছু বেশি নয়, তারপর আমাদের সামনে রয়েছে একটা নতুন উদ্দীপনাময় জীবন।

যেভাবে বলে রেখেছিলাম সেইভাবেই টি. ভি. সেটটা আনবার জন্য আমি ব্লু-জয় কেবিনে গেলাম। গাড়ি থেকে নামতে নামতে গিল্ডা বারান্দায় বেরিয়ে এল। ওর পরনে কাউবয় শার্ট আর চাপা প্যান্ট।

ওকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে, রাত্রে ঘুম হয়নি নিশ্চয়। আমি উঠে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে সরিয়ে দিলো।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। আমার হঠাৎ খুব ভয় করে উঠলো।

টেরি...খারাপ খবর।

কি ব্যাপার?

আমাদের কোনো টাকা নেই।

চমকে তাকালাম। এ কথা শুনবো বলে আশা করিনি।

মিঃ ম্যাকলিন কাল এসেছিলেন। উনি ভেবেছিলেন আমি জানি। জ্যাক ভীষণ টাকা উড়িয়েছে। ম্যাকলিন সাবধান করতেন, ও শোনেনি। এখানকার ভাড়াটা অদ্ভুত বেশি। কোনদিনই ওর বিশেষ কিছু ছিল না যদিও ও বলতে অনেক আছে। যে টাকাটা ও রেখে গেছে তাতে ওর দেনাই শোধ হবেনা। টেরি, আমি খুবই দুঃখিত। এখনও বুঝে দেখো আমাকে বিয়ে করে তোমার কোনো লাভ নেই। তোমাকে আমার কিছুই দেবার নেই। ব্যবসা শুরু করতে না পারলে বৌ নিয়ে তুমি জড়াতে চাও না, আমি জানি। আমাকে ভুলে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভালো হবে।

আমি বললাম, এটা খুবই দুঃসংবাদ বটে। ডেলানির টাকা নিয়েই নতুন করে শুরু করব ভেবেছিলাম। কিন্তু গিল্ডা আমি তোমায় ভালোবাসি। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি তোমাকে বিয়ে করবো। আমাকে একটা চাকরি নিতে হবে। প্রথমে একটু অসুবিধে হলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে।

আমি উঠে গিয়ে গিল্ডার পাশে বসলাম। গিল্ডা আমি তোমাকে চাই। হয়ত এটাই ভালো হলো। এই টাকাটা নিতে আমার দ্বিধা হচ্ছিল। আমাকে সুযোগ দাও আমি সব ঠিক করে দেব।

মুখটা অন্যদিকে করে গিল্ডা কাঁদতে লাগলো। কারীর বেগ কমলে ও আমাকে বললো, আমি ভাবছিলাম এটা দুর্ঘটনা না, আত্মহত্যা। তোমার কি মনে হয় দেনাশোধ করার জন্য ও নিজেই এটা করেছে?

ও যা বলছিল আমি সবটা না শুনলেও ওর শেষ কথাটায় চমকে তাকালাম।

দেনা শোধ–তার মানে?

ও একটা ইনসিওরেন্স করেছিল, আমি নিজেই জানতাম না। মিঃ ম্যাকলিন কাল আমায় বলেছে। ওর মধ্যে দুর্ঘটনার কথাও আছে। পাঁচ হাজার ডলার। উনি বলেছেন, টাকাটা পাওয়া যাবে। এতে জ্যাকের দেনা শোধ হয়েও কিছু থাকবে। আমি কোনো একটা কাজ না পাওয়া পর্যন্ত তাতে চলবে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম মনে হলো হৃৎপিণ্ডটা যেন উল্টে গেছে, সেটটা ইনসিওর করা জানতাম না তো!

সেটটা তুমি দেবার পর, একজন এসেছিল। তার নাম বোধহয় লাউসন, ও-ই ইনসিওর করিয়েছে।

আমার মনে পড়লো ডেলানির নামটা লাউসন আমার কাছেই পেয়েছিল। কিন্তু ওটা তো সেটের জন্য। তোমার স্বামীর দুর্ঘটনার জন্য তো নয়?

হ্যাঁ, তাই। সেটের মালিক এতে দুর্ঘটনায় পড়লে তাও পলিসির মধ্যে আছে। মিঃ ম্যাকলিন তাই বলছেন।

হঠাৎ আমার বরফের মত ঠাণ্ডা লাগলো। আমার সমস্ত কিছু ভেঙে পড়ছে মনে হলো। ভয়ে অসাড় হয়ে গেলাম আমি। এর মানে তদন্ত হবে। জেফারসন আর ডাঃ ম্যালার্ডের মত সব কিছু সহজে ইনসিওরেন্স কোম্পানি মেনে নেবে না।

এই পলিসিটার জন্য আমার জীবন বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, গিল্ডা তদন্ত হতে পারে। এটার দাবী না করাই বোধহয় ভালো। এটা নিয়ে হৈ-চৈ করা ঠিক হবে না। ওরা তোমার আমার ব্যাপারটা জেনে ফেলতে পারে।

গিল্ডা চমকে তাকালো, কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার! তিন হাজার তো দেনাই রয়েছে। আমাকে করতেই হবে।

আমি বললাম ওরা টাকা না দেবার যে কোনো ছুতো বার করতে চাইবে। ওরা প্রমাণ করতে চাইবে এটা আত্মহত্যা। তা হলে ওদের টাকা দিতে হবেনা। আত্মহত্যা করার একটা ভালো কারণ ওরা বার করতে চাইবে। আমরা পরস্পরের প্রতি আসক্ত এটা দেখাতে পারলে ওদের খুব সুবিধে হবে। ওদের যদি সন্দেহ হয় যে আমরা প্রেম করি তাহলে ওরা নেকড়ের মতো আমাদের ছিঁড়ে খাবে। এতে কোনো ভুল নেই। ওরা জিতবে বলছিনা কিন্তু তোমাকে মামলা লড়তে হবে। ওদের উকিল তোমার কাছ থেকে ঘটনাটা বার করে আমাকেও কোর্টে হাজির করাবে। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আমাদের নিয়ে রসের গল্প বের হবে।

গিল্ডা আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে ছিল যেন আমি পাগল। আমি ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে দাবীটা না মেটা পর্যন্ত আমি দূরে দূরেই থাকবো।

লস্ এঞ্জেলসে আমাদের দেখা করা চলবে না। দাবী তোলর পরে ইনসিওরেন্সের লোক তোমার ওপর নজর রাখবে। আমাদের একসঙ্গে দেখলে ভালো হবে না। আমাদের প্রেমটা ওরা দাবীর বিরুদ্ধে লাগাতে পারে।

ও হতাশ ভাবে বললো, ঠিক আছে তুমি যা ভালো বোঝ কর। আমি উঠে পড়লাম, ও আমাকে জানালো যে ম্যাকলিন বলেছেন ইনসিওরেন্সের লোক না দেখা পর্যন্ত সেটটা রাখতে হবে। এটায় আমি আর একটা ধাক্কা খেলাম।

ঠিক আছে, তুমি তাহলে লস্ এঞ্জেলসের হোটেলে উঠে আমায় চিঠি লিখো। আমিও চিঠি লিখবো কিন্তু দেখা করবো না।

ঠিক আছে টেরি।

আমি ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

অনুতাপ

দেখতে দেখতে চারদিন কেটে গেলো। কিছুই ঘটলো না। দিনের বেলা ব্যস্ত থাকতাম, মোটের উপর খারাপ লাগতো না, কিন্তু রাতগুলো ছিল বিশ্রী।

পাঁচদিনের দিন আমি গিল্ডার একটা চিঠি গেলাম। লিখেছে, ও এখন লস্ এঞ্জেলসে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। কাজ খুজছে একটা, যদিও এখনও কিছু পায়নি। ইনসিওরেন্স কোম্পানী ম্যাকলিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ওরা টি. ভি. সেটা দেখবার জন্য তোক পাঠাচ্ছে। শনিবার সকালে সেই লোকটি আসবে–মানে কালকে–আমি কি সেদিন বেলা এগারোটায় ব্লু-জয় কেবিনে গিয়ে সেটা দেখিয়ে দিতে পারব! বাড়ির চাবি কোথায় পাওয়া যাবে তাও চিঠিতে বলা আছে।

পরের দিন ঠিক এগারোটায় আমি ওখানে হাজির হলাম। মিনিট দুয়েক পড়ে একটা প্যাকার্ড এসে দাঁড়ালো।

বছর বত্রিশ-তেত্রিশের একটা লোক নেমে এলো। চেহারাটা যদিও রোদেপোড়া কিন্তু হাসিখুশী

আপনি মিঃ রেগান?

হা।

লোকটা হাত বাড়িয়ে দিলো।

আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো মিঃ রেগান, আমি স্টেভ হারমাস, ন্যাশনাল ফাইডেলিটি থেকে আসছি। আপনি তো ব্যাপারটা জানেন। মিসেস ডেলানির অ্যাটর্নী বলেছেন, যে সেটায় দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেটা আপনি দেখিয়ে দেবেন।

আমি সেটা দেখিয়ে দিতে ও আমাকে বসতে বললো তারপর বললো, এই দাবীটায় খুব হৈ চোই হয়েছে, কান পেতে থাকলে আপনিও শুনতে পেতেন।

আমি জানতে চাইলাম, হৈ-চৈ টা কিসের।

আমাদের ওখাঁনে একজন আছে, তার নাম ম্যাডজ। কোনো দাবী এলে ও এমনভাবে সেটা খুটিয়ে দেখে যেমন করে আপনি কোনো পুরোনো ডিম পরীক্ষা করে দেখেন।

এক বছরে আমাদের কাছে কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার দাবী এসেছিল। তার মধ্যে শতকরা দুটো, গোলমেলে হয়। ম্যাডক্স প্রথমেই সেটা ধরতে পারে। প্রত্যেকবারই ও ঠিক বলেছে। আমাদের গোয়েন্দারা তদন্ত করার আগেই ও ঠিক ধরে ফেলে। আমি চুপ করে বসে শুনলাম।

আমি বললাম, এটায় কি কোনো গোলমাল আছে?

ম্যাডক্স বলেছে–টি. ডি, পলিসি আমরা কুড়ি হাজার করিয়েছি। একটাও আমাদের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার জন্য টাকা দিতে হয়নি। এটা আমরা লোভ দেখাবার জন্য করেছি। দিতে হবে বলে আমরা মনে করি না।

মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে দিতে হবে। আমি বললাম।

হতে পারে। যাই হোক, হঠাৎ কুড়ি হাজারের একটা দাবী এলো। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতো, কিন্তু তা নেই। পলিসিটা মাত্র পাঁচ দিনের, পলিসিটা ভালো করে দেওয়ার আগেই লোকটা কবরস্থ হয়ে গেছে। পোস্টমর্টেম ছাড়াই তাকে গোর দেওয়া হয়েছে। এতে যে কোনো লোকই সন্দেহ করতে পারে। ইনসিওরেন্সের এজেন্ট তো কুত্তার মত ক্ষেপবে।

আমি বললাম, কিন্তু সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না।

হারমাস হাসলো, ম্যাডক্স বলছে এটাতে বিরাট ভুল রয়ে গেছে। ও উঠে গিয়ে ক্যাবিনেটটা খুলে দেখতে লাগলো।

ভালো সেট।

আমি করোনারের রিপোর্টটা পড়েছি। সাউন্ড কন্ট্রোলের তারটা খুলে গিয়েছিল, ডেলানি সেটা ঠিক করতে গিয়ে শক খেয়েছেন। তাই না?

ঠিক তাই।

ওঁর কাছে স্ক্রু-ড্রাইভার ছিল?

হা। ওঁর পাশেই পড়ে ছিল।

হারমাস সোজা হয়ে দাঁড়ালো, ডেলানির কোমর থেকে নীচে পর্যন্ত পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে ছিল না?

হ্যাঁ।

আমি যতদূর জানি বউটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। ওঁরা মিলেমিশে ছিলেন না।

টি. ভি. সেটটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, সেটটার পেছনটা লাগিয়ে দেবেন?

আমি সেটটা লাগিয়ে দিলাম। এরপর আমাকে চেয়ারে বসে সেটের পেছনটা খুলতে বলা হলো।

আমি চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওপরের স্ক্রু-দুটো খুললেও নীচের স্ক্রু-দুটো খোলা কিছুতেই সম্ভব হলো না। আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম যে, আমার নির্ভুল খুনের প্ল্যানটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে নীচের স্ক্রু দুটোর দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। আমি বুঝতে পারছি হারমাস আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি নিজেকেই নিজে গালাগাল দিচ্ছিলাম। স্ক্রু দুটো এমন জায়গায় লাগিয়েছি যে ডেলানি ও দুটো ছুঁতেই পারেনি, ধরতেই পারে নি।

ও বললো, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে। ডেলানির কোমর থেকে নীচের দিকটা অসাড়। ওর পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। যন্ত্রপাতির বাক্সটা কোথায় থাকতো?

ঐ ওপরের তাকে। ডেলানি কোনো লাঠি দিয়ে পেড়েছিলেন। যন্ত্রপাতিগুলো আমি মাটিতে ছড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

লাঠিটা কোথায়?

আমি সেটা এনে দিলাম। হারমাস লাঠিটা লাগিয়ে বাক্সটায় টান লাগালো, সব কিছু ছড়িয়ে পড়লো। ঝুঁকে পড়ে স্ক্রু-ড্রাইভার তুলতে গেলো। ধরতেই পারলো না। চেয়ারের চাকা দুটো বেশ বড়, অনেক উঁচুতে ও বসে আছে। ওখানে বসে তোলা অসম্ভব। আমার দিকে তাকালো হারমাস। আমি কিছু না বলে ব্যাপারটা সামলে নেবার জন্য একটা সিগারেট ধরালাম।

হারমাস আমার কাছ থেকে জেনে নিল আমি প্রথমে ঘরে ঢুকে ডেলানিকে কি অবস্থায় দেখেছিলাম, কি কি দেখেছিলাম। তারপর আমি কি করেছিলাম, কাকে ফোন করেছিলাম, কেন আমার মনে হয়েছিল যে ডেলানি মারা গিয়েছেন ইত্যাদি।

হারমাস এবার উঠে দাঁড়ালো, এখানে আমি সব দেখে নিলাম। সেটটা এইরকমই থাক। আমি আরো একবার দেখবো। জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো, খুবই অদ্ভুত, কিন্তু ম্যাডক্সের কখনো ভুল হয় না দেখছি। ব্যাপারটায় একটা গোলমাল রয়েছে। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

আমি কিছু বললাম না। আমার হৃৎপিণ্ডটা বোধ হয় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। খুব ভয় করছিল।

আচ্ছা এবার আমায় যেতে হবে, ও হাত বাড়িয়ে দিল, আবার দেখা হবে। আপনার সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করা যেতে পারে?

আমার টেলিফোন নম্বরটা দিলাম। আমি বললাম, আপনি কি মনে করছেন এতে কোনো গোলমাল আছে?

ও হেসে বললো, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন। লোকটির পক্ষাঘাত ছিল। উনি স্ক্রু দুটো ধরতেই পারেন নি। স্ক্রু-ড্রাইভারটাও তুলে নিতে পারেন নি। আপনি যখন ওঁকে দেখেছেন তখন উনি একেবারে ঠাণ্ডা, যদিও মাত্র তিনঘণ্টা হলো মরেছে, মরবার কদিন আগে উনি একটা ইনসিওরেন্স করিয়েছে। এই ভাবে মরে যাওয়ায় ওঁর স্ত্রী পাঁচ হাজার ডলার পাবে। হতে পারে সবই স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে। তবুও ইনসিওরেন্সের লোকেদের সব কিছুতেই সন্দেহ হয়। আচ্ছা পরে দেখা হবে। ওকে চলে যেতে দেখে ফিরে এলাম ভেতরে। মনে মনে ভাবলাম শুরুটা খারাপই হয়েছে, অবশ্য তার মানে এ নয় যে ডেলানিকে খুন করা হয়েছে এটা প্রমাণ হলো। তার জন্য অনেক দূর যেতে হবে। আমার প্ল্যানটা একেবারে নির্ভুল ছিল না। কিন্তু অন্ততঃ এটা একেবারে ভেস্তে যায় নি। আমি বুঝতে পারলাম যে, হারমাসের আমার আর গিল্ডার প্রেমটা ধরতে না পারার ওপর অনেকটা নির্ভর করছে। এটা জেনে ফেললে ও খুনের উদ্দেশ্যটা পেয়ে যাবে–স্ত্রী, পঙ্গুস্বামী, প্রেমিক আর পাঁচ হাজার ডলারের ইনসিওরেন্স পলিসি।

আমার মনে হলো গিল্ডাকে একবার সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে ও আমার তৈরী ঘটনাই বলে যে সে গ্লীন ক্যাম্পে গিয়েছিল, যাবার পথে টায়ার ফেসেছিল, সেটা বদলাতে দেরী হয়েছিল অনেক।

মনে মনে ঠিক করলাম যে, লস্ এঞ্জেলসেগিয়ে কোনো জায়গা থেকে ওকে টেলিফোন করব।

চারটের সময় আমি লস এঞ্জেলসে পৌঁছলাম। একটা জায়গা থেকে ওকে ফোন করলাম, সাড়া পেলাম না। বোধহয় কোনো কাজের খোঁজে বেরিয়েছে। ঘুরে ফিরে আবার টেলিফোন করলাম। প্রায় সাতটার সময় ওকে পেলাম। গি! আমার নাম ধরে ডেকে ফেলোনা। শোনো আমি রাস্তার বুথ থেকে ফোন করছি। আমার নম্বর ৫৫৭৮১। তুমি বেরিয়ে কোন বুথ থেকে ফোন করো। আমি অপেক্ষা করছি। খুব জরুরী। তোমার লাইনে বলা যাবে না। তাড়াতাড়ি করো।

দশ মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর ফোন বেজে উঠতেই রিসিভার তুললাম আমি।

হ্যাঁ, কি ব্যাপার টেরি?

যা ভেবেছিলাম, ইনসিওরেন্সের লোকেরা সেই ভাবেই খোঁজ খবর করছে। মৃত্যুর কারণটায় ওরা সন্তুষ্ট হয় নি। আমাদের সাবধান হতে হবে। আমার মনে হয় ওরা তোমার ওপরে নজর রাখছে। শোনো...

টেরি! তুমি কি কিছু লুকোচ্ছ! প্রথম থেকে আমার এই রকমই মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার বলো তো?

ওরা তোমার ওপর নজর রাখতে পারে গিল্ডা। আমাদের দুজনকে যদি একসঙ্গে দেখে...

তুমি কোথায়?

ফিগোরো অ্যান্ড ফ্লোরেন্স ড্রাগস্টোরে।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার বুইক নিয়ে একঘণ্টার মধ্যে পৌঁছচি।

সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি ড্রাগস্টোরের ভিতর থেকে বেরিয়ে বাইরে একটু অন্ধকার দেখে দাঁড়ালাম।

মিনিট দশেক পর বুইকটা এসে দাঁড়ালো। আমি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। গিল্ডা আবার রাস্তার ভীড়ে বুইকটা নিয়ে ঢুকে পড়লো।

আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। আমি পেছন ফিরে দেখতে লাগলাম কেউ পিছু নিয়েছে কি না। রাস্তার আলোয় গিল্ডাকে বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। সামনে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল, ভীড় ঠেলে সামনের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমরা লস এঞ্জেলস থেকে বেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে একটা গলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা পাহাড়ী পথে উঠে পড়লাম। এখান থেকে লস্ এঞ্জেলসকে নীচে দেখতে পাওয়া যায়।

গাড়ি থামিয়ে গিল্ডা এবার আমার দিকে তাকালো। টেরি, তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন?

ভয় পাইনি, আমি চিন্তিত হয়েছি। এই ইনসিওরেন্সের দাবীটা ঠিক হয়নি। কোম্পানীর লোক সেটা দেখেছে। তার সন্দেহ হয়েছে। তোমার স্বামীর পক্ষে বসে সেন্টার নীচের স্ক্রু-দুটো খুলে ফেলা সম্ভব মনে হচ্ছে না।

আমার মনে হয় ম্যাকলিনকে বলে ব্যাপারটা বাতিল করে দিই। টাকাটা ছাড়াও আমি চালিয়ে নেব। বিক্রী করে দেব সব। তাতে দেনা শোধ করার মত হয়ে যাবে।

আমি শক্ত হয়ে গেলাম, এখন আর বাতিল করা যায় না। এখন তাহলে ইনসিওরেন্স কোম্পানী জালিয়াতি সন্দেহ করবে। ওরা ভাববে তুমি ভয় পেয়ে গেছ। তাহলে ওরা এল-এ. পুলিশকে জানাবে।

তাহলে কি হবে?

একথা আগেই তোমাকে বারবার বলেছি গিল্ডা, আমাদেরকে সাবধান হতে হবে।

গিল্ডা আমার দিকে ঘুরে বসে বললো, তুমি সত্যি করে বলতে কি ব্যাপার? তুমি নিশ্চয়ই কিছু লুকোতে চাইছে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, গিল্ডাকে যখন ভালোবাসি তখন ওকে মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই। যদিও এটা মারাত্মক হতে পারে তবুও আমি আর চেপে রাখতে পারলামনা। না গিল্ডা, এটা দুর্ঘটনা নয়, আমিই ওঁকে খুন করেছি।

গিল্ডা চমকে সরে গেল, তুমি খুন করেছে?

আমার মাথার ঠিক ছিল না, তুমি ওঁর সঙ্গে বাঁধা পড়ে থাকবে এটা আমি ভাবতেই পারছিলাম না। উনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত তুমি আমার হবে না এ চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠছিল তাই খুন করেছি।

গিল্ডা স্তব্ধ হয়ে রইল। ওর দ্রুত, অসম নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

তোমাকে ভালোবাসি বলেই...। ওরা বের করতে পারবেনা। কয়েকমাস পরেই আমরা দূরে কোথাও নতুন জীবন শুরু করতে পারবো।

কি করে মারলে?

আমি বললাম সব। কিছু লুকোলাম না। পুরো ব্যাপারটাই বললাম।

গিল্ডা গাড়ির এককোণে চুপ করে বসে রইলো। কোলের ওপর হাত দুটো ফেলে বাইরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার বড়ো বড়ো ফরগেট—মি-নট চোখ দুটোয় কোনো ভাষা নেই।

এই ইনসিওরেন্সের ব্যাপারটা যদি না হতো, আমি বললাম, আমার চিন্তা ছিলনা। কিন্তু এখন... আমি জানি না কি হবে। হারমাস কিছু সন্দেহ করেছে। এই জন্যই ব্যাপারটা না মিটে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের দেখা হওয়া ঠিক নয়।

গিল্ডা ভাবলেশহীন ভাবে বলল, আমাকে কি করতে বলল?

জেফারসনকে যা বলেছ, সেটাই বলবে। হারমাস প্রশ্ন করতে পারে। আমরা যে প্রেম করি, এটা যদি ওর ঘুণাক্ষরে সন্দেহ হয়, তাহলে আমাদের বিপদ হতে পারে। সেজন্য ব্যাপারটা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত সাবধানে থাকা দরকার।

মানে তোমার বিপদ হতে পারে। আমি সত্যি বললে আমার কোনো বিপদ হবে না।

ও ঠিকই বলছে, আমি চুপ করে রইলাম।

ঠিক আছে। আমি তোমার জন্য মিথ্যে বলবো। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি কি হেঁটে ফিরতে পারবে? আমি একাই যেতে চাই। বড়ো রাস্তায় তুমি লিস্ট পেয়ে যেতে পারো।

আমার বুকে ধাক্কা লাগলো। গিল্ডা! এতে আমার প্রতি তোমার মন কি বদলে যাবে? আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি তোমাকে এখন আরো বেশি করে চাই।

আমার একটা ধাক্কা লেগেছে। এখন একটু একলা থাকতে চাই।

ফিরতে বুকে ধাক্কা লাগলো। কি এখন আরো বেশি কত চাই।

আমি ওর হাতটা ধরতে চাইলাম কিন্তু ও নাগালের বাইরে চলে গেল।

আমি ওকে কথাটা বলে ফেলেছি বলে আমার অনুতাপহলো।ব্যাপারটা ওকে সামলাবার জন্য সময় দিতে হবে।

আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। গিল্ডা, তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি বলেই...না হলে এ কাজ আমি করতাম না।

আমার চোখের সামনে দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। গিল্ডা আমার দিকে তাকালোনা। গাড়িটার পেছনের আলোটা পাহাড়ের পথে নীচে মিলিয়ে যেতে লাগলো। আমার হঠাৎ মনে হলো গিল্ডা আমার জীবন থেকে চিরকালের মত সরে যাচ্ছে।

সন্দেহ

দুটো দিন খুব বিশ্রী ভাবে কাটলো। আমি গিল্ডার কথাই ভাবছিলাম। আমাকে না নিয়েই ও কিভাবে চলে গেল। আমার শুধু একটাই ভয় হচ্ছিল যে এই বোকামির জন্য আমার প্রতি ওর প্রেমটা না নষ্ট হয়ে যায়। আমি ওর স্বামীকে মেরেছি। এ ধাক্কাটা ওর পক্ষে মারাত্মক হবেই।

দ্বিতীয় রাত্রে আমি আর থাকতে না পেরে গাড়িতে লস্ এঞ্জেলস রওনা হলাম। একটা বুথ থেকে ওকে ফোন করলাম। পুরুষের গলা পেয়ে চমকে উঠলাম। মিসেস ডেলানি আছেন? প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছিলাম কি জানি লোকটা যদি পুলিশ অফিসার হয়।

মিসেস ডেলানি দুদিন হলো চলে গেছেন। কোনো ঠিকানা দিয়ে যান নি।

ধন্যবাদ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম আমার নির্বোধের মত স্বীকারোক্তি ওর প্রেমকে নষ্ট করে দিয়েছে। ঠিক যেমনটি ভয় করেছিলাম।

সে রাত্রে আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। এই প্রথম খুন করার জন্য আমার অনুতাপ হতে লাগলো। যা করেছি তার জন্য মনে হয় সারা জীবনটা আমাকে দাম দিতে হবে।

পরদিন সকালে হারমাস-এর ফোন পেলাম, এগারোটার সময়ে ব্লু-জয় কেবিনে একটা মিটিং আছে আমায় থাকতে হবে।

ঠিক সময়মতো আমি ব্লু-জয় কেবিনে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম হারমাসের প্যাকার্ডটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাকে দরজায় দেখতে পেয়ে ও চারিদিকে তাকালো।

ভেতরে আসুন। দেখুন আমরা কি করে রোজগার করি। ওর হাসিটা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

আপনার সাহায্য চাই, আমার ওপরওয়ালা–ম্যাডক্স আসছেন–উনি এলে নিজের নাম শুদ্ধু ভুলে যাই।

ম্যাডক্স? আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম, উনি কেন আসছেন? সাইরেন লাগানো একটা পুলিসের গাড়ি দেখতে পেয়ে চমকে উঠলাম। গাড়ি থেকে নামলো এল, এ. স্কোয়াডের লেফটেনান্ট জন বুজ, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়স, চোখ দুটো ধূসর রঙের। ওর পেছনে যে নামলো–একজন বেঁটেখাটো মোটাসোটা লোক–এ নিশ্চয় ম্যাডক্স। মুখটা গোল। চোখ দুটো সর্বদাই ঘুরছে। জামা–কাপড় এলোমেলো ভাবে পরা। হারমাস আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। ম্যাডক্স আমার সঙ্গে করমর্দন করলো।

আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, মিঃ রেগান।

আসুন, দেখা যাক, ম্যাডক্স ভেতরে গিয়ে টি. ভি. সেটটার সামনে দাঁড়াল, এটাই তো?

হ্যাঁ, হারমাস বললো, এই গুলো দিয়ে পেছনের প্যানেলটা লাগানো ছিল।

আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পড়ছিলো।

ম্যাডক্স বলতে লাগলো, মিঃ রেগান! আপনাকে খানিকক্ষণ দরকার হবে না। লেফটেন্যান্ট ব্যাপারটায় আমার সন্দেহ হয়েছে, এই কারণেই আপনাকে ডেকে এনেছি।

আমাদের একজন সেলসম্যান ডেলানির টি. ভি. সেটারইনসিওরেন্স করিয়েছিল। একটা শর্ত ছিল যে সেটের গোলমালে যদি মৃত্যু হয় তবে পাঁচ হাজার ডলার দেওয়া হবে। এটা কেবল লোভ দেখাবার জন্য। সত্যি দিতে হবে আমরা ভাবিনি। পলিসি করিয়েছি আমরা তেইশ হাজার চারশো দশ, এই প্রথম একটা মৃত্যু জনিত দাবী এসেছে। সেই কারণেই সন্দেহ হচ্ছে। পলিসি সই হওয়ার পাঁচ দিন পরেই ব্যাপারটা ঘটেছে। এমনকি, পলিসি ওঁর কাছে পৌঁছানোর আগেই ডেলানিকে কবর দেওয়া হয়ে গেছে।

ম্যাডক্স বললো যে, এই কেসটা যে গোলমেলে তা প্রথম থেকে দেখেই আমার মনে হয়েছে। অবশ্য আমার কথাকেই আমি মেনে নিতে বলছি না। আসুন, দেখা যাক। ডেলানি কোমর থেকে নীচে ঝুকতে পারতেন না। এটা অবশ্য ডাক্তারের মত। এখন আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করবে।

আমাকে বলল, মিঃ রেগান, চেয়ারটায় বসবেন?

আমি বুঝতে পারছি কি হবে। মুখটা ভাবলেশহীন করে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। হারমাস আমাকে একটা দড়ি দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলেন যাতে নড়তে না পারি।

ম্যাডক্স বললো, ডেলানি এইভাবে থাকতেন, সোজা বসে ঝুকতে পারতেন না।

ম্যাডক্স আমাকে অনুরোধ জানালো, সেটের পেছনটা খোলার জন্য।

আমি চেয়ার চালিয়ে ওপরে স্ক্রু-দুটো খুলে ফেললাম, এটা তো খুবই সোজা কিন্তু নীচের দুটোর দু'ফুট কাছেও যেতে পারলাম না।

ম্যাডক্স বুজকে বললো, মিঃ রেগান যখন ডেলানির দেহ দেখতে পেয়েছেন সেটা খোলা ছিল। পাশে ছিল একটা স্ক্রু-ড্রাইভার। সেটা উনি হয়তো স্টোর থেকে কোনো লাঠি দিয়ে নামিয়েছিলেন। তাহলে তো সেটা মাটিতে এসে পড়বে। কি করে উনি তুললেন সেটাকে?

আমাকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা তুলতে বলা হলো কিন্তু আমি পারলাম না।

বুজ হঠাৎ উঠে গিয়ে সেটের ভেতরটা দেখতে লাগলো। ম্যাডক্স বললো, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন? ডেলানি পেছনটা খুলে ফেলেছিলেন, যা তিনি করতে পারেন না। স্টোর থেকে উনি স্ক্রু-ড্রাইভার নামিয়েছিলেন, যা তিনি করতে পারেন না।

হারমাস আমার বাঁধন খুলে দিল।

বুজ, আমার দিকে ফিরলো, রেগান, তুমি এসেছিলে সেটা কেমন চলছে তাই দেখতে? ব্যাপারটা আর একবার শোনা যাক।

হ্যাঁ, ডেলানি মাটিতে পড়েছিলেন। পাশে ছিল একটা স্ক্রু-ড্রাইভার সেটের পেছনটা খোলা। আমি প্লাগটা খুলে ওঁকে ছুঁয়েছিলাম, উনি তখন মারা গিয়েছিলেন।

ম্যাডক্স বলে উঠলো, কেউ যদি বিরাট বিদ্যুৎ প্রবাহে মারা যায় সে পুড়ে যাবে। অন্যান্য মৃত্যুর মতো তার শরীর সহজে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না। ইলেকট্রিক শকের ধাক্কায় তার

রক্তের তাপ বেড়ে যাবে। ডেলানি সেইভাবে মারা গেলে তিন ঘণ্টাতেই ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন না।

তিনি আরো বলেন যে, আমি চাই ডেলানির দেহটা কবর থেকে তোলা হোক।

বুজ, বললো, এর জন্য আপনাকে শেরিফ জেফারসনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ডেলানিকে খুন করা হয়েছে। এ ইঙ্গিত নিশ্চয় আপনি করছেন না?

ম্যাডক্স-এর উত্তরের অপেক্ষায় আমি ছিলাম।

না, আমি ইঙ্গিত করছি না। আমি পরিষ্কার বলছি ওঁকে খুন করা হয়েছে। ঐ ইনসিওরেন্স করেছিলেন বলেই ওঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। খুনী ভেবেছিল যে দুজন বৃদ্ধকে সহজেই ঠকানো যাবে।

ওর মুখে একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠলো, এরকম একটা পরিষ্কার খুনের কে আমি এর আগে পাই নি।

বুজ একটা পাইপ ধরিয়ে বললো, মিঃ ম্যাডক্স আমি জানি, আপনার এখনো পর্যন্ত কোনো দিন ভুল হয় নি। কিন্তু আমাকে আরো নিঃসন্দেহ হতে হবে।

এটা একটা খুনের কেস্। আমি খুনের গন্ধ পাই। যাই হোক, আপনাকে আমি আরো কিছু বলতে পারি। ডেলানির দেহ কবর থেকে তোলা হোক, এই নির্দেশ দেবার মত তথ্য আমি দিয়েছি। আমি এও বলতে পারি কে ওঁকে খুন করেছে।

আমার হৎপিণ্ড পলকের জন্য থেমে গেল। বুজের হাতেই কাঠিটা জ্বলতে লাগলো, বলতে পারেন কে খুন করেছে?

ওঁর স্ত্রী, ম্যাডক্স বললো, আগেও সে একবার খুন করতে চেয়েছিল, সেবার ডেলানি পঙ্গু হয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন।

বুঝতে পারলাম না, বুজ বললো।

ডেলানি বিয়ে করেছিলেন চার বছর আগে।

ম্যাডক্স বলতে লাগলো, বিয়ের তিন মাস যেতে না যেতেই আমাদের এজেন্টের সঙ্গে ওর বৌয়ের আলাপ হয়। সেই এজেন্টকে দিয়ে ডেলানিকে একটা অ্যাকসিডেন্ট পলিসির কথা বলতে বলে। একশো হাজার ডলারের মতো পলিসি। ম্যাডক্স আঙুল তুলে বললো, কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর জন্য অ্যাকসিডেন্ট পলিসি নিতে বলে, তখনই সন্দেহ হয়। আমি এজেন্টকে কথা চালাতে বলে মিসেস ডেলানির ওপর নজর রাখলাম।

ডেলানি পলিসিতে সই করলেন, কিন্তু পরের দিন চিঠি লিখে সেটা বাতিল করে দিলেন। তিনদিন পর ডেলানি দুর্ঘটনায় পড়লেন। পলিসিটা করা থাকলে আমি মামলা লড়তাম, তা যখন নেই, তখন আর কিছু বলিনি। ডেলানি মদ খেয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, গাড়ি চালাচ্ছিল বউটা, গাড়ি থামিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। বলেছিল যে ব্রেকটা ঠিকমতো লাগাতে পারে নি। খুব ভাগ্য ভালো যে ডেলানি সেবার বেঁচেছিলেন।

বুজ বললো–সাংঘাতিক!

এবারো যেই ডেলানি টি. ভি. পলিসিটা নিয়েছেন, বউটা কাজে লেগে গেছে। এবারে মেরেও ফেলেছে, কিন্তু এবারে আমি এসে গেছি।

সেই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগলো, সত্যি কথা বলতে কি আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তিনি আরো বললেন যে, ডেলানি মরবার সময়ে ওর বউ কোথায় ছিল বার করতে হবে। নিশ্চয়ই একটা অ্যালিবাই আছে। সেটাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে গ্রহণযোগ্য কিনা। ডেলানির দেহটা তুলিয়ে ফেলুন।

বুজ বললো, আমি জেফারসনের সঙ্গে কথা বলবো। দেহটা তুলিয়ে আনছি। মিসেস ডেলানি কোথায় জানেন কি?

হারমাস বললে, উনি এখন লস্ এঞ্জেলসে, ওঁর উকিল ম্যাকলিনের কাছে খবর পাওয়া যাবে।

ঠিক আছে, মিঃ ম্যাডক্স, কি হয় আমি আপনাকে জানাবো।

ম্যাডক্স বললো, পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আমার চাই। আমাকে বললো, মিঃ রেগান আপনাকে সাক্ষী হিসেবে আমাদের দরকার হবে। যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

হারমাসের সঙ্গে ও বেরিয়ে গেল।

কেবল বুজ আর আমি রইলাম। বুজ প্রশংসার সুরে বললো, লোকটা ভালো পুলিশ অফিসার হতে পারতো। কখনো ওর ভুল হয় না। ও বহুদূর থেকে খুনের গন্ধ পায়। ঘরটা সী করে বুজ বিদায় নিল।

আচ্ছা মিঃ রেগান আবার দেখা হবে।

আমি বাড়ি ফিরে এসে দু গ্লাস স্ক হুইস্কি খাবার পরে আমার সাহস ফিরে আসতে লাগলো।

গিল্ডার বিরুদ্ধে ওরা কিছু খাড়া করতে পারবে কি? আমি জানি ডেলানি ইলেকট্রিক শকে মারা গিয়েছেন। গিল্ডাকে ওরা কি ভাবে দায়ী করবে? অপেক্ষা করে দেখতে হবে। যদি গিল্ডার পক্ষে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে তবে বুজকে সত্যি ব্যাপারটা জানালেই ভালো।

পরের দিন গ্লীন ক্যাম্পে গেলাম। জেফারসন তার অফিসে চুপ করে বসে আছেন।

এসো।

দু গ্লাস সরবৎ ঢাললেন।

যা চাইনি, সেরকম ঘটে যাচ্ছে, উনি বললেন, আমার মনে হচ্ছিল ডেলানির মৃত্যুটা সহজ নয়। যদি জানতাম যে সে ইনসিওরেন্স করিয়েছে, তাহলে ভালো করে তদন্ত করতাম।

তিনি আরও বললেন, ও মেয়েটা একটা মাছিকেও মারতে পারে না। আমার মনে হয় এটা খুন নয়। আত্মহত্যা। মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে ওঁর কাছ থেকে চলে যাচ্ছিল। এটা ডেলানির পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় নি। যে করে থোক, উনি টি. ভি. সেটের পেছনটা খুলে ফেলেছিলেন। কি করে বলতে পারি না। মরীয়া হয়ে লোকে অসম্ভব কাজও করে ফেলে।

ওরা কি মিসেস ডেলানির সঙ্গে কথা বলেছে?

তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি গ্লাসে চুমুক দিতে ভুলে গেলাম।

তার মানে? ম্যাকলিন জানে না?

না। ওকে একটা চিঠি লিখে গেছে যে সে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। পরে জানাবে। তিন দিন হয়ে গেল। বুজ বলছে ও ভয়ে পালিয়েছে।

বাইরে পায়ের শব্দ শুনে তাকালাম। বুজ এসে দাঁড়ালো। পা দিয়ে সে দরজাটা বন্ধ করে দিলো, জানেন উনি শ খেয়ে মারা যান নি।

আমি চমকে উঠলাম, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট।

জেফারসন ভাঙা গলায় বললেন, তাহলে কিসে মারা গেলেন?

বিষ। বুজ টেবিলে হাত রেখে জানালো, ওঁকে প্রচুর সায়ানাইড খাইয়েছিল।

.

আমার বাড়ির বাগানে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। রাত দশটা আমি বারান্দায় বসে সিগারেট খেতে খেতে ভাবছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা। বুজের খবরে আমি এখনো স্তম্ভিত। ডেলানি বিষ খেয়ে মারা গেছেন। আমি তাহলে খুনী নই? নিয়তির চালে আমি খুনের দায় থেকে রেহাই পাওয়ায় স্বস্তি অনুভব করতে পারছিলাম। আমাকে আর কেউ গ্রেপ্তার করবে না। আদালতে ঝামেলা আর আমাকে পোহাতে হবে না। আমি যেন মুক্তির স্বাদ পাচ্ছি।

গিল্ডার কথা ভেবে নিজের খুব খারাপ লাগলো। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে সে ডেলানিকে বিষ খাইয়েছে। আমি নিশ্চিত যে জেফারসন ঠিকই বলেছেন। ডেলানি সহজ পথটাই বেছে নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

আমি যদি ওঁকে খুন করার মতলব না করতাম যদি ওঁদের বাড়িতে গিয়ে ব্যাপারটাকে না সাজাতাম, তাহলে গিল্ডা এতো বিপদের মধ্যে মনে হয় পড়তো না। খুন করার চেষ্টা করাও মারাত্মক। হয়তো কুড়ি বছরের জেল হতে পারে। ভাবতেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

একটা গাড়ির আওয়াজ হলো। জেফারসনের পুরোনো ফোর্ডটা এসে দাঁড়ালো।

আসুন, বললাম আমি, উনি কি কারণে এসেছেন বুঝতে পারলাম না।

আমি নিজের কথা বলতে আসিনি। তুমি মিসেস ডেলানির খবর শুনেছ?

আমার শরীরে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। জেফারসন বললেন, ওকে আজ ল এঞ্জেলসে গ্রেপ্তার করা হয়েছ। প্রতারণা এবং স্বামীকে হত্যার অভিযোগ করা হয়েছে ওর বিরুদ্ধে। ও বিপদের মধ্যে পড়েছে। উনি আরও বললেন যে, গিল্ডা নাকি স্বীকার করেছে, সে সায়ানাইড কিনেছিলো। ডেলানিকে নাকি জানিয়েছিলো সায়ানাইড কেনার কথা। সায়ানাইটা ও ড্রয়ারে রেখেছিল, কিন্তু পরেরদিন নানা ঝামেলায় ভুলে যায়। ও স্বীকার করেছে যে ডেলানির মৃত্যুর আগের রাত্রে ওদের ঝগড়া হয়, আর ডেলানি ওকে মেরেছিলেন। ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো আর সে কথা ডেলানিকে বলেও ছিলো। চলে যাবার সময়ে ডেলানি খুব মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। গ্লীন ক্যাম্পে যাবার পথে ওর টায়ার ফেটে যায়। সেটা সারাতে কিছু সময় লাগে। সেই সময়েই ও মত পরিবর্তন করে যে বাড়ি ফিরে আসবে। একজন অসহায় মানুষকে ছেড়ে যাবে না। ফিরে আসার পথে তোমার সঙ্গে দেখা হয় তখনই খবরটা পায়। এই হলো ওর বিবৃতি।

এই খবরে আমি একেবারে চমকে উঠলাম। কি বলবো কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

বুজ, এর মতে ডেলানির টাকাকড়ি নেই জেনে গিল্ডা ডেলানিকে খুন করে পাঁচ হাজার ডলার নেবে ঠিক করেছিল। ম্যাডক্সও তাই ভাবে। ডেলানির ইনসিওর ও নাকি জানতো না। ম্যাডক্সের মতে ও মিথ্যে বলেছে। সে বলছে ডেলানির সঙ্গে বিয়ের পরেও ও ইনসিওর করতে বলেছিল...

আমি বলে উঠলাম, কোন জুরীই এটা বিশ্বাস করবে না।

জেফারসন বললেন, জুরীই অবশ্য এর বিচার করবেন। কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, ডেলানি যদি বিষই খেয়েছিলেন, তবে গ্লাসটা কোথায় গেল। ডেলানির আশেপাশে কোনো গ্লাস পাওয়া যায় নি। এতেই মনে হয় আত্মহত্যা নয়। সায়ানাইড এসেছিল বড়ো ট্যাবলেটের আকারে। ওকে হুইস্কি বা জলে মেশাতে হয়েছিল নিশ্চয়ই। এতেই মনে হয় আত্মহত্যা নয়। মিসেস ডেলানির পক্ষে তাই ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেছে।

আমি একেবারে শক্ত হয়ে গেলাম। আমার তখন মনে পড়লো ডেলানির পাশে একটা গ্লাস পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। আমি ব্যাপারটা জেফারসনকে বললাম। এবং গ্লাসটা যে ধুয়ে মুছে তুলে রেখেছি তাও বললাম, কেননা আমি জানাতে চাইনি যে ডেলানি মদ খেয়েছিলেন।

জেফারসন সোজা হয়ে বসলেন, সত্যি বলছো? জুরী বা বুজ কি এটা বিশ্বাস করবে? তবে আমি তো আইনের লোক নই। কিন্তু আমি তোমার আর মিসেস ভেলানির ব্যাপারে অবাক হচ্ছি।

কি বলছেন আপনি?

কিছু না। তুমি লস্ এঞ্জেলসে গিয়ে ম্যাকলিনের সঙ্গে দেখা করো। সে তোমাকে বুদ্ধি দিতে পারবে।

তিনি উঠে পড়লেন, আমার মনে হয় না মেয়েটা খুন করেছে। ব্যাপারটায় গোলমাল আছে। ডেলানি যদি সেটের পিছনটা না খুলে থাকে তবে যে খুলেছে সে একজন পুরুষ। কোনো মেয়ের মাথায় এ জিনিস আসবে না। যাই হোক আমাকে যে এ ব্যাপারে তদন্ত করতে হচ্ছে না সেজন্য আমি খুশি।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আর দেরী না করে ম্যাকলিনকে ব্যাপারটা বল, ভয়ের কোন কারণ নেই।

আমি অবশ্যই যাব।

উনি মাথা নেড়ে ফোর্ডটায় গিয়ে উঠলেন।

বিচার শেষ

পরের দিন সকালে আমি লস্ এঞ্জেলসে গিয়ে ম্যাকলিনের সঙ্গে দেখা করলাম। ডেলানির পাশে গেলাসের ব্যাপারটা সবটাই তাকে বললাম, চুপকরে শুনলো সে। তারপর আমাকে বললো, এ কথাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশকে জানিয়ে আসা ভালো।

এখনই যাচ্ছি, আমি উঠে পড়লাম।

এক মিনিট মিঃ রেগান, ধূর্ত চোখে সে তাকালো। একটা কথা বলে দিই, এ ধরনের সাক্ষ্য যিনি দেবেন তার এ ব্যাপারটায় কোনো স্বার্থ না থাকলেই ভালো। আপনার কোনো স্বার্থ নেই তো? যদি বলেন আমি চাই মিসেস ডেলানি ছাড়া পান, তাহলে অবশ্যই স্বার্থ আছে।

আমি সে কথা বলছিনা। ওর স্বরটা তীক্ষ্ণ হলো, বুজকে এ খবর দিলেই আপনার ওপর নজর এসে পড়বে। মিসেস ডেলানির বিরুদ্ধে ওরা যা খাড়া করেছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। বুজ ভাবতে পারে আপনি মিথ্যা বলছেন মিসেস ডেলানি ছাড়া পাওয়ার জন্য, ও এও ভাববে যে আপনার সঙ্গে মিসেস ডেলানির কোনো যোগাযোগ আছে। তাহলে ওর সুবিধা হবে।

আমি বললাম, মিসেস ডেলানির সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, ওঁর স্বামী অবশ্য জানতেন। একদিন ওঁকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেছিলাম, ওই একদিনই।

ম্যাকলিন অনেকক্ষণ ভাবলল, তারপর বললো, ঝুঁকিটা আমাদের নিতে হবে। বুজ যদি জানতে চায় তাহলে বুজের কাছে ব্যাপারটা বলাই ভালো। আপনি না বলার পর ও যদি জেনে যায় তবে খুব খারাপ হবে। দেখুন, মিঃ রেগান, মিসেস ডেলানির অবস্থা খুবই অনিশ্চিত। ওঁর জীবনে কোনো কুৎসা নেই। আমি এইটাই ধরে নিচ্ছি। আদালতে আমি ওঁকে একজন বিশ্বস্ত স্ত্রী হিসেবে পেশ করতে চাই। যত দুর্ব্যবহারই ওঁর ওপরে করা হয়ে থাকুক তবু চার বছর ধরে উনি স্বামীর কাছেই ছিলেন। এমনকি ওঁকে মারধোর করার পরে যখন উনি বাড়ি ছেড়ে যাবেন ভাবলেন, তারপরও উনি ফিরে আসছিলেন, ছেড়ে যেতে পারেন নি। এতে কাজ হবে জুরীদের ওপরে। ওদিকে যদি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী প্রমাণ করতে পারেন যে মিসেস ডেলানি স্বামীর জীবদ্দশায় তার বিশ্বাস ভাজন ছিলেন না তবে ওঁকে বাঁচানো যাবে বলে মনে হয় না। ওঁকে ছাড়িয়ে আনতে হলে কিছু টাকার প্রয়োজন। ওঁর যদি টাকা থাকতো, আমি লাউসন হান্টকে লাগাতাম। তার মতো লোকেরই দরকার এই কেসে।

কত লাগবে তার?

ম্যাকলিন বললো, পাঁচ হাজার ডলার-এর মতো।

আমি দ্বিধা করলাম না, ঠিক আছে, আপনি তার সঙ্গে কথা বলুন।

ম্যাকলিন আমার দিকে হাঁ করে চাইলো, কি বলছেন আপনি?

তার সঙ্গে কথা বলুন। আমি টাকা দেবো। আমার টেলিফোননম্বরটা আমি ওকে লিখে দিলাম।

বুঝতে পারছিলাম যে, ও আমার দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছে, আমি পরোয়ানা করে পুলিস হেডকোয়ারটার্সের দিকে গাড়ি চালালাম।

লেফটেনান্ট বুজের অফিসে ঢোকার সময়ে আমার বেশ ভয় ভয় করছিল।

বুজ জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে পাইপ টানছিল। আমাকে দেখে ঘুরে দাঁড়ালো, এসো রেগান। তোমার জন্য কি করতে পারি?

আমি বললাম, ডেলানির ব্যাপারে এসেছি, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওঁকে যখন দেখতে পাই তখন একটা খালি গ্লাস পড়ে ছিল। আমি ওটাকে ধুয়ে রান্নাঘরে তুলে রেখেছিলাম।

বুজ কথাটা শুনে চমকে উঠলো। কি কারণে তুলেছিলে?

কি জানি কেন। আমার খুব ধাক্কা লেগেছিল। জেফারসনের জন্য যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন গ্লাসটায় পা লেগে গিয়েছিল। ওটাকে দেখে কিছু করতে পেরে বেঁচে গেলাম। ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ সকালে মনে পড়লো।

তুমি কি ইয়ার্কি করছো? বুজের মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

না, এটা নিয়ে কি ইয়ার্কি করা যায়? সত্যি বলছি পাশে একটা খালি গ্লাস পড়েছিল। বুজ আমার দিকে তাকালো, তারপর বলল, যদি তুমি মিথ্যে বলে থাকে তাহলে খুনের

সহকারী হিসাবে তোমাকে দেখা হবে। ঠিক আছে। চলো, ওই বাড়িটায় যাবে, সেখানে তুমি দেখাবে কোথায় গ্লাসটা পেয়েছিলে আর কোথায় রেখেছে?

সার্জেন্ট হপকিন্সকে ডাকলো ও, ভেতরে এলো হপকিন্স।

তাকে ব্যাপারটা বলা হলো। হপকিন্স আমার দিকে তাকালো।

ডেলানির বাড়ি পর্যন্ত আমরা চুপচাপ ছিলাম। ওরা দুজনে সামনে বসেছিল আমি পেছনে। খুব খারাপ লাগছিল আমার, ওদের বিরূপ মনোভাব আমি পরিষ্কার অনুভব করতে পারছিলাম।

বাড়িতে গিয়ে আমি সব দেখালাম। বুজ গ্লাসটাকে ছুঁতে দিলোনা। রুমাল জড়িয়ে নিয়ে শুকলো একবার। তারপর সেটাকে নিয়ে ব্যাগে রেখে দিলো।

আচ্ছা রেগান, বুজের গলায় পুলিশী সুর লাগলো, এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

এটাই আমি আশা করেছিলাম। তার জন্য আমি তৈরী ছিলাম। উনি আমার কেউ নন, ম্যাকলিনের সতর্কতার কথা মনে পড়লো আমার, কেবল আমার খরিদ্দারের স্ত্রী।

বুজের চোখ জ্বলে উঠলো, তুমি শপথ করে বলতে পারো যে তুমি ওকে কখনো বাইরে নিয়ে যাও নি একা একা?

ম্যাকলিনের কথা মনে পড়লো।

গিল্ডাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় খাবার কথাটা যদি আমি চেপে যাই আর বুজ পরে জানতে পারে, তবে সেটা খুব খারাপ হবে। কিন্তু এখন আর বলা চলে না। এখন বললে, ও সত্যি কথাটা বার করে ফেলবে।

আমি একটা ঝুঁকি নিলাম।

আমি শপথ করছি, উনি আমার কেউ ছিলেন না।

আমার দিকে বুজ অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো, রেগান, ধরে নিচ্ছি–তুমি মিথ্যে বলছো না। আমি খোঁজ নেব। যদি মিথ্যে বলে থাকো, পনেরো বছরের মত তোমায় জেলে যেতে হবে।

লেফটেনান্ট, তোমার যা খুশি তুমি করতে পারো।

বুজ হাসলো, ঠিক আছে, হয়তো মেয়েটা গ্লাসটা সরায় নি। আমি ভাবছিলাম গ্লাসটা না থাকার কোনো মানে হয় না। আচ্ছা দেখা যাক, চলো তোমায় পৌঁছে দেব।

দুদিন পরে ম্যাকলিন আমাকে ফোন করলো।

হান্ট কেসটা নেবেন, সে বললো, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আজ এগারোটার সময় আসতে পারবেন?

আমি বললাম যাবো।

হান্টের খুব নাম, গত দশ বছরে খুনের কেসের খবর যারা কাগজে পড়েছে তারাই জানে ওঁর নাম। লস এঞ্জেলসের সৌখিন পাড়ায় ওঁর অফিস।

আমি কখনো ওঁকে দেখিনি। দেখে ভারী অবাক লাগলো। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে বয়স। মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

বসুন মিঃ রেগান। আমি কেসটা দেখছি। শুনছি আপনি টাকা দিচ্ছেন?

হ্যাঁ

উনি এর কারণ জানতে চাইলেন।

আমি ব্যাপারটা সংক্ষেপ করতে চাইলাম। কত লাগবে?

কারণটা জানতে চাওয়া আমার ব্যাপার, যদি আপনি চান আমি মিসেস ডেলানিকে ছাড়িয়ে আনি। ম্যাডক্স যখন বলেছে ডেলানিকে খুন করা হয়েছে, তখন এতে কোন ভুল নেই। আমার কাজ আমার মক্কেল কে ছাড়িয়ে আনা, দোষী হোক আর নির্দোষ হোক। যতক্ষণ বিচার শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ তার সব কিছুই আমি। যদি ম্যাডক্সকে হারাতে হয়, আমার সব কিছু জানা দরকার। আপনি যা বলবেন তা আর কেউ জানবে না। এখন যদি আপনি মিসেস ডেলানিকে বাঁচাতে চান তবে সমস্ত কিছুই খুলে বলা ভালো।

আমি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলাম তারপর সমস্তই তাকে খুলে বললাম। কিছুই লুকোইনি, বলতে পেরে আমার তৃপ্তি হচ্ছিল।

উনি ঘুরে দাঁড়ালেন। খুনের জন্যই সব কিছু করা হয়েছিল, ম্যাডক্স সেটা ধরতে পেরেছে। আপনি যা বললেন জানি না এতে সুবিধে হবে কি না। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী প্রমাণ করতে চাইবে যে ডেলানি মাতাল ছিলেন। যে মেয়েটা ওদের বাড়িতে কাজ করত, তাকে দিয়ে ও বলাবে যে সকাল থেকেই ডেলানি বোতল নিয়ে বসে গিয়েছিলেন। ও বলবে যে মিসেস ডেলানি হুইস্কিতে সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছে। আপনি অন্যমনস্ক ভাবে ওটা সরিয়ে মতলবটা নষ্ট করে দিয়েছেন। যদি প্রেম ছিল তাহলে কিছুই করার নেই। জুরীকে আমার বিশ্বাস করাতে হবে গিল্ডা স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, যেহেতু টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই উনি আত্মহত্যা করেছেন।

তাই তো হয়েছে। আমি বললাম, এটা ওদের বিশ্বাস করতেই হবে।

দেখা যাক, আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। এখন সব কিছু নির্ভর করছে আপনার প্রেমটা জানাজানি হওয়া না হওয়ার ওপরে।

স্বীকারোক্তি করার মত পাগলামো করে ফেলবেন না যেন, কারণ এতে সুবিধা হবে না। গিল্ডার শাস্তি একটু বেশি হতে পারে, কিন্তু আপনিও বিপদে পড়বেন। বিকেলে আমি গিল্ডার সঙ্গে কথা বলবো।

আমি চলে এলাম। বিচার শেষ হলেই আমাকে পাঁচ হাজার ডলার দিতে হবে। হয়তো সমস্ত বিক্রি করতে হবে আমায়। একটা কাজের ব্যবস্থা করতে হবে আমায়। মিয়ামির অফিসে আমি চিঠি লিখলাম। যদি ওরা আমাকে কাজ দেয়।

এখন বিচারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই।

.

গিল্ডাকে গ্রেপ্তারের পাঁচ সপ্তাহ পরে এই উত্তেজনাময় মামলা শুরু হলো। এই কটা দিন খুব উত্তেজনার মধ্যে আমার কেটেছে।

ডাক্তারকে দেখে মনে হলো বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। ঘরের মধ্যে একজন পুলিশ অফিসার ছিল যে আমাদের কথা বলতে দিচ্ছিল না। জেফারসন গম্ভীর মুখে ছিলেন।

প্রায় আড়াইটার সময়ে আমার ডাক পড়লো। এর আগে ডাঃ ম্যালার্ড, জেফারসন এদের সবাইয়ের শুনানী হয়ে গিয়েছে।

আমি সাহসে বুক বেঁধে উঠলাম। ছসপ্তাহ আমি গিল্ডাকে দেখতে পাই নি। হান্টের সাবধানতার কথা আমার মনে ছিল।

শপথ নেবার পরে একবার গিল্ডাকে আড়চোখে দেখে নিলাম। অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে ও। গিল্ডা চুপ করে হান্টের পাশে বসেছিলো। জুরীদের দিকে তাকালাম।

তিনজন মহিলা, বাকিরা পুরুষ। ডি. এ. উঠে আমাকে টি. ভি. সেট সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। কিভাবে ডেলানিকে দেখতে পেয়েছিলাম, উনি যে ইলেকট্রিক শক খেয়ে মারা গেছেন বলে আমার মনে হয়, বললাম আমি।

ডি. এ গ্লাসটার কথাও আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন। জুরীদের চোখ থেকে একঘেয়ে ভাবটা সরে যাচ্ছে দেখতে পেলাম।

সমস্ত কথা শুনে ব্যাপারটা উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারেবারে জানতে চাইলেন। জুরীদের বোঝাতে চাইলেন যে ডেলানি সেটার পেছনটাও খুলতে পারেন নি বা স্ক্রু-ড্রাইভারটাও তুলতে পারেন নি।

শেষকালে উনি বললেন, ঠিক আছে মিঃ রেগান, এই বলে উনি হান্টের দিকে চাইলেন।

চেয়ার থেকে না উঠেই হান্ট বললেন আমাকে তার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, পরে ডাকবেন আমায়। আমি আগের ঘরটায় ফিরে গেলাম।

বেলা চারটের সময় আমাকে আবার আদালতে আনা হলো। তখন সেখানে বেশ উত্তেজনা। কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন হেনরি স্টাডলী, শিরদাঁড়ার রোগের একজন বিশেষজ্ঞ, ডেলানিকে উনি চিকিৎসা করতেন।

উনি বললেন, ডেলানির অক্ষমতাটা স্বাভাবিক ছিল। তার শিরদাঁড়া জখম হয়ে কোমর থেকে নীচে পর্যন্ত সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

হান্ট বললেন, ডেলানির পক্ষে নীচের → দুটো খোলা সম্ভব নয়, এ বিষয়ে অ্যাটর্নী সাহেব অনেক কিছু বলেছেন। এরই ওপর ভিত্তি করে আমার মক্কেলের বিচার হচ্ছে। জুরিদের দিকে ফিরে উনি বললেন, ডেলানি যে আত্মহত্যা করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। উনি যখন বুঝতে পারলেন ওঁর টাকাও নেই, স্ত্রীও ত্যাগ করে যাচ্ছে তখন উনি

নিজের জীবনটাকে শেষ করে– দেবেন বলে মনস্থির করলেন। উনি জানতেন যে ওঁর মৃত্যুটা যদি দুর্ঘটনা বলে মনে হয় তাহলে ওঁর স্ত্রী ইনসিওরেন্সের টাকাটা পাবে, দেনাও শোধ হবে।

আমি বুঝতে পারলাম জুরীরা এটা বিশ্বাস করছে না।

শেষপর্যন্ত ঠিক হলো ডেলানির মতো অবিকল একজন রোগীকে আনা হবে। ডি. এ. তাঁর নিজস্ব ডাক্তার নিয়ে আসবেন। সবার সামনে ব্লু-জয় কেবিনে ব্যাপারটা দেখাবার ব্যবস্থা হবে।

সেদিনের মতো শুনানী মুলতুবী হয়ে গেল।

পরের দিন ব্লু-জয়, কেবিনে একটা ভীড় জমো। বিচারক আর জুরীরা ছাড়া ছিলেন দুজন ডাক্তার, বুজ, ম্যাডক্স, হান্ট, ডি. এ। এছাড়া আমি।

ডেলানির চেয়ারে একজন রোগাটে লোক বসেছিল, তার নাম হোলমান। হান্ট তাকে বললেন, স্টোররুমে গিয়ে যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিতে।

লোকটি চেয়ার চালিয়ে স্টোররুমে ঢুকে লাঠিটা দিয়ে বাক্সটাকে টান মারলো। কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে পড়লো কিন্তু স্ক্রু-ড্রাইভারটা কোলের ওপরেই পড়লো। ডি. এ. কে দেখে মনে হলো ওঁর অস্বস্তি হচ্ছে।

এবারে সেটটার পেছনটা খোলার ব্যাপার। হোলমান চেয়ার চালিয়ে টি. ভি. সেটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো কিন্তু পারলো না, ব্যর্থ হলো। চেয়ারটা পেছনে সরে যেতেই মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। তারপর একটু পাশ ফিরে জলের গ্লাসটা নিয়ে খানিকটা চুমুক দিলো, তারপর গ্লাসটা ফেলে দিয়ে পড়ে গেল।

ঐ ভাবে থাকুন! হান্ট বললেন, তারপরে আমাকে ডাকলেন তিনি, দেখুন তো মিঃ রেগান, ডেলানিকে কি আপনি এই ভাবেই পড়ে থাকতে দেখেছিলেন? ভালো করে দেখুন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিক এই ভাবেই ডেলানিকে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।

এই খানেই মামলাটা পুরোপুরি ঘুরে গেল।

বিকেলে ডি. এ. আদালতে লড়লেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি হারবেন। জুরীদের মনে হান্ট প্রচুর সন্দেহ দিয়ে দিয়েছেন। উনি বললেন কোনো দায়িত্বশীল লোক এই ভাবে গিল্ডাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন না। তাকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হোক।

জুরীরা দুঘণ্টা ধরে আলোচনায় বসলো।

এই দুঘণ্টা আমার জীবনের দীর্ঘতম সময়। ওরা ফিরে এসে গিল্ডার দিকে তাকালো, বুঝলাম ও ছাড়া পাবে।

জুরীদের প্রধান বললেন, গিল্ডা নির্দোষ, কোর্টে প্রচুর আলোড়ন হলো।

গিল্ডা হান্টের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আদালত থেকে বেরোবার সময় আমার দিকে তাকালো না, দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে গেলাম কিন্তু ও ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ম্যাডক্স বললো, আমার ভুল হতে পারে না। মেয়েটি কৌশল করে বেরিয়ে গেল। ও-ই খুনী!

গাড়িতে গিয়ে উঠলো ম্যাডক্স। পেছনে তাকিয়ে রইলেন হান্ট, তার চোখমুখে বিজয়োল্লাস।

তবুও সংশয়

মিয়ামির অফিস থেকে চিঠি এলো। আমি ওখানে একটা চাকরি পেয়েছি। মাইনেটা যদিও ভালো নয় তবুও ঠিক করলাম আমি চাকরিটা নেবো।

বাড়ি ফিরে আমি ম্যাকলিনকে ফোন করে বললাম, গিভার ঠিকানাটা দিতে। ম্যাকলিনের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে কয়েকঘন্টা আগে ও নিউইয়র্ক চলে গেছে। কোনো ঠিকানা দিয়ে যায়নি তবে কোন চিঠি দিলে ম্যাকলিন পাঠিয়ে দেবে।

মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগল, আমাকে কিছু না বলেই সে চলে গেল! বোধহয় খবরের কাগজের লোকেদের এড়াতে চায়, আমার খবর পেলে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে।

বাড়ি ফিরে আমি ওকে চিঠি লিখলাম। আমি লিখলাম যে আমি মিয়ামিতে যাচ্ছি। আমার ওখানকার ঠিকানা দিলাম। নতুন কাজটার কথাও লিখলাম। আমি চাই যে ও আমার কাছে আসুক, দুজনে নতুন জীবন শুরু করবো। আমি লিখলাম যে, আমার আশা আছে যখন আমি ডেলানির মৃত্যুর জন্য আর দায়ীনই এখন ও নিশ্চয় আমাকে আবার ভালোবাসতে পারবে। মিয়ামিতে উত্তর দিতে বলে চিঠি শেষ করলাম।

মিয়ামিতে চটপট গুছিয়ে বসলাম আমি, দুঘরওয়ালা একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি, পরিশ্রম হচ্ছে খুব। কিন্তু জীবনে কোনো আনন্দ নেই কারণ গিল্ডার কোনো চিঠি পাইনি।

যতবার পিওন আসতো, ওর চিঠি আসছে মনে করে দৌড়ে যেতাম, কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হতো।

তিনমাস পরে আমি বুঝতে পারলাম যে আমি ওকে হারিয়েছি। সেই মুহূর্তে আমি যা করেছি তার জন্য আমার সত্যিকারের দুঃখ হলো। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম, যাকে ভালবাসি তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণা বড় কষ্টদায়ক।

বছরখানেক পর ধীরে ধীরে সেই যন্ত্রণাটা কমে এলো। আমার অফিসে উন্নতি হয়েছে।

পনেরো মাস পরে আমার ওপরওয়ালা আমাকে ডেকে বললেন, নিউইয়র্কে একটা ব্রাঞ্চ খোলার দায়িত্ব আমি নিতে পারবো কি না। আমি রাজী হয়ে গেলাম। এ সুযোগ আমি ছাড়লাম না। মাসের শেষে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিউইয়র্কের প্লেনে উঠলাম।

গিল্ডার কথা বারে বারে মনে হচ্ছে। এতোদিনে আমি গিল্ডার কাছাকাছি এসেছি। ওর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে আমি ওকে আবার বিয়ে করার কথা বলে দেখবো।

এক খরিদ্দার আমার কাছ থেকে প্রায়ই এল. পি. রেকর্ড কিনতেন। একদিন একটা রেডিওগ্রাম তৈরী করাতে চাইলেন তিনি। লোকটির নাম হেনরি ফুলার। সত্তরের মতো বয়স হবে। খুব বড়লোক।

আমি বললাম, আমি সবচেয়ে ভালোটাই বানিয়ে দিতে পারি। তবে ঘরটা দেখলে আমার সুবিধা হবে, কি ধরনের অ্যাকাউন্টস দরকার তা বোঝা যাবে।

তাই আসুন, আজ বিকেলে আসতে পারেন, আমি থাকবো না, আমার স্ত্রীকে বলে রাখবো।

ব্যয়বহুল কিছু তৈরী করার আগে আমাদের নিয়ম, খরিদ্দার সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া, খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, ফুলারের চল্লিশ লক্ষ ডলার আছে। বিরাট বাড়ি। তিনবার বিয়ে করেছেন। তৃতীয় বিয়েটা মাত্র ছমাস আগে। বাড়িটার ছাদের ওপর সুন্দর বাগান আছে, ওখান থেকে শহরটা খুব ভালোভাবে দেখা যায়।

ফুলারের বাড়িতে দেখলাম যে সর্বত্র অর্থের বিলাসিতা ছড়ান।

গিল্ডা এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। আমাকে দেখেই সে চমকে উঠলো। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে, কব্জিতে মোটা সোনার চুড়ি তাতে দামী পাথর। কোথাও কোনো ত্রুটি নেই।

এখানে কি চাই তোমার?

গিল্ডা। আমি সর্বত্র তোমাকে খুঁজেছি। তুমি চিঠি দাওনি কেন? আমি অপেক্ষা করে ছিলাম...

ওর চোখে অবহেলা দেখে থেমে গেলাম।

কি চাই এখানে? গিল্ডা জানতে চাইলো।

আমি রেডিওগ্রামের ব্যাপারে এসেছি। কিন্তু তুমি এখানে? তুমি কি ওঁর সেক্রেটারি নাকি?

না, আমি ওঁর স্ত্রী।

তুমি ফুলারের স্ত্রী? ওই বৃদ্ধকে বিয়ে করেছে তুমি। আমি বিশ্বাস করি না।

আমি এখন মিসেস হেনরি ফুলার, তুমি এখন আমার কাছে কেউ নও। দয়া করে কথাটা মনে রেখো। ও আরও বললো যে, যদি ভেবে থাকো যে আমায় ব্ল্যাকমেল করবে তবে ভুল করছে। সেরকম চেষ্ঠা করতে যেও না। তোমার জন্য আমাকে আসামী হতে হয়েছিল, এ জন্য কোনদিন তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারবো না। এখন বেরিয়ে যাও।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হতে থাকলো। কিন্তু তোমার স্বামী আমায় ডেকেছিলেন রেডিওগ্রাম তৈরী করার জন্য। আমি বললাম।

সে আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো। এখন বেরোও। কথও আসবে না এখানে।

আচ্ছা, আমি আর আসবো না। তোমাকে সুখী দেখে আমি খুশী হয়েছি। আর দেরী না করে আমি লিফটে নেমে এলাম। কিছু ভাবতে পারছি না আয়।

তিন সপ্তাহ বাদে আমি কাগজে ফুলারের মৃত্যুসংবাদ পড়লাম। ছাদের বাগান থেকে পড়ে ওঁর ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল।

.

আমার ভেতরে কি যেন মনে হতে লাগলো, তদন্তের সময় আমি গেলাম। আদালত লোকে ভর্তি। বসতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম ম্যাডক্স এসেছে।

একটু পরেই দেখা গেল গিল্ডা জর্জ ম্যাকলিনের সঙ্গে এসে ঢুকেছে। কালো পোষাকে ওকে ভালোই লাগছিল। একটু বিবর্ণ, হাতে একটা রুমাল।

সাক্ষ্য থেকে জানা গেল ফুলারের বাড়িতে একটা পার্টি ছিল। অতিথিরা সকলেই বিরাট ধনী। ফুলার সারাক্ষণই হুইস্কি আর শ্যাম্পেন খেয়েছেন, পা টলছিল তার। খুব গরম পড়েছিল, সবাই ডিনার সেরে ছাদের বাগানে গিয়েছিল।

ওখান থেকে গোটা ত্রিশেক ধাপ নেমেই একটা টেরেস। সবাই ওখানে গিয়ে শহরের আলো দেখছিলো। ফুলার আর গিল্ডা ওপরের ধাপেই দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎফুলার পড়ে যান, গিল্ডা ধরার চেষ্টা করেছিল, পারে নি।

সবাই দৌড়ে এসে দেখতে পেয়েছিল ফুলার মারা গিয়েছেন।

ম্যাডক্স আমার পাশেই বসেছিলো, আমার কানে কানে বললো, ঐ ধাক্কাটার দাম চল্লিশ লক্ষ ডলার। ফুলারের মত বৃদ্ধ মাতাল ওর কাছে তো খেলনা একটা।

ব্যাপারটা নিয়ে গোলমাল হবার কিছু ছিল না। প্রত্যেকেই দুর্ঘটনাটা দেখেছে। ফুলার যে মাতাল ছিলেন এটার ওপর কোনো জোর দিলেন না করোনার। উনি বললেন, ফুলারের বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল। টাল সামলাতে পারেন নি। গিল্ডার জন্য উনি সমবেদনা জানালেন। প্রত্যেকে দুঃখ প্রকাশ করে বেরিয়ে গেল।

গিল্ডা প্রথমেই বের হলো, ওর চোখে রুমাল চাপা ছিল। আমাকে ও দেখতে পায়নি। ম্যাকলিন একটু ইতস্ততঃ করে ওর হাতটা ধরলো।

ম্যাডক্স বললো, খুন করে পালানো যায় কে বললো? যাই হোক, কোন টাকা বের করে নিতে পারেনি, অন্তত আমার কাছ থেকে। বুড়োটার অবশ্য ইনসিওর ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরলো ম্যাডক্স।

আমি রাস্তায় নেমে দেখতে পেলাম নীল ক্যাডিলাকটায় উঠে গিল্ডা আর ম্যাকলিন চলে যাচ্ছে। গিল্ডা ম্যাকলিনের দিকেই উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে।

দোকানে ফিরে যেতে যেতে আমার কেন জানিনা হঠাৎ ডেলানির কয়েকটা কথা মনে পড়লো, যে কথা উনি অনেকদিন আগেই আমায় বলেছিলেন : আপনি জানেন আমার স্ত্রী কি চায়? সে টাকার জন্য পাগল, টাকা ছাড়া সে আর কিছুই ভাবতে পারে না।

আমি রাস্তার দিকে এক মনে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

ও-ই কি ডেলানিকে বিষ দিয়েছিল? ও-ই কি ফুলারকে সিঁড়ির নিচে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল? ম্যাডক্স কি ঠিক বলছে?

আমার মনে পড়ে গেলো ওর সুন্দর ফরগেট-মি-নট চোখ দুটো, মনে পড়ে গেল আমার হাতের মধ্যে ওর নরম শরীরটার কথা।

না, আর ভাবতে পারছি না আমি। ও এরকম করতে পারে না, –এ হতে পারে না।

আমি ওকে ভালোবাসি। যাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভালোবাসবো জীবনে কোনদিন যাকে ভুলতে পারবোনা, তার সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বিশ্বাস করা যায় না যা আমার পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক হবে না।